অভিশপ্ত বিগ্রহ

অভিশপ্ত বিগ্রহ

ত্রিজিৎ কর

(১)

■"যে ইতিহাস চাপা পড়ে গেছে"

সময়কাল-১২৫৮ খ্রী: পূ: ,সান্ধ্যকাল

-"হঠাৎ এমন জরুরি তলব মহারাজ? খুব গুরুতর কোনো সমস্যা উপস্থিত হয়েছে কি?"

-"গুরুতর! হ্যা সমস্যাটা গুরুতরই বটে! পরমপূজ্য খোনসুর পূজাতে বিঘ্ন ঘটিয়ে আপনাকে এভাবে ডেকে আনার জন্য প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।"-ফ্যারাও রামেসিসের(ইনি দ্বিতীয় রামেসিস) কণ্ঠে উৎকণ্ঠা মেশানো বিনয়ের সুর।

-"না না সে ঠিক আছে আমি যত দ্রুত সম্ভব পূজা সমাপ্ত করি তবেই এসেছি। যত জরুরী প্রয়োজনই হোক না কেন পরমপূজ্য খোনসুর পূজায় একবার বসলে তা সমাপ্ত না করেওঠার নিয়ম নেই।তা সে শত্রুর হাতে যদি পূজা করতে করতে নিহত হতে হয় তাহলে তাই শ্রেয়। যাইহোক এখন সমস্যাটার ব্যাপারে জানতে পারি

কি?"- কথাটা বললেন থিবস নগরীর রামেশিয়াম মন্দির এর সর্বোচ্চ পুরোহিত মহামান্য হাতেত।

-"নিশ্চয়ই মহামান্য হাতেত। আপনি তো জানেনই মহারানী নেফেউরের ভগিনী রাজকুমারী বেনেট্রিসের একটি ভয়ংকর অসুখ হয়েছে।সে অসুখ মহারানীর নিজের দেশের প্রায় কেউই সারাতে পারছিলেন না। মহারানী আমাকে সে কথা বলায় আমাদের এখানকার এক অভিজ্ঞ সাউ কে (সাউ- প্রাচীন মিশরের পুরোহিত যারা চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন) আমি সেখানে পাঠিয়েছিলাম।আজ সে বাখতান থেকে ফিরেছে।কিন্তু তার মুখে মহারানীর ভগিনী বেনেট্রিস এর অসুখের যা বর্ণনা শুনেলাম তাতে তো মনে হয় না এ কোন সাধারণ অসুখ! বরং এমন কিছু যা সাধারণ চিকিৎসা বিদ্যা দিয়ে সারানো যাবে না..."

-"কেনো কি এমন হয়েছে রাজকুমারী বেনেট্রিস এর? কোথায় সেই সাউ তার মুখে সবটা শুনি!"

-"সে অসুখ মুখে বর্ণনা করা যায় না মহামান্য হাতেত..."-

ফারাও রামেসিস এর আলোচনা কক্ষের প্রায় এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকা এক ক্ষুদ্র মূর্তি প্রায় কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে কথাটা বললেন।

-"আমি... আমি নিজের চোখে সে অসুখ দেখেছি... তাকে অসুখ বলা যায় না.... শয়তান একমাত্র শয়তানের প্রকোপেই এমনটা হওয়া সম্ভব!"

-"কি এমন দেখেছেন আপনি জানতে পারি কি?"- মহাপুরোহিত হাতেতের এর কন্ঠে কৌতূহলের সুর স্পষ্ট।

সেই ক্ষুদ্র মনুষ্যটি পুনরায় কম্পিত কণ্ঠে বলতে শুরু করলেন-" রাজকুমারী বেনেত্রিস(উচ্চারণভেদে বেনেত্রিস)!!! মহারানী নেফেউরের সাথে ফারাও রামেসিসের বিবাহের সময় তিনি এই প্রদেশে এসেছিলেন। বিবাহ উপলক্ষে মহাভোজের আসরে একবার মাত্র দেখেছিলাম তাকে!ওঃ কি অপূর্ব সেই রূপ কি অপূর্ব তার হাসি! ঠিক যেন পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য এসে ভর করেছে তার ওপর!এখনো মনে আছে। আর এইবার স্বচক্ষে তার যা রূপ দেখলাম তা যেন দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করা যায় না!শরীর প্রায় অস্থিসার হয়ে গিয়েছে,চক্ষু দুটি কোটর থেকে প্রায় বেরিয়ে আসছে,ওষ্ঠ দুটি রক্তাক্ত ছিন্ন ভিন্ন, কেশদাম রুক্ষ, অযত্ন লালিত! ওঃ সেইরূপ দেখলে নিজেই নিজের ভিতর ভয়ে আতঙ্কে শিউরে শিউরে উঠতে হয়..."

-"আর কি দেখলেন সাউ?"কথাটা জিজ্ঞেস করলেন মহামান্য হাতেত।

-"অদ্ভুত! ভারী অদ্ভুত! রাত গড়ালেই রাজকুমারীর পিছনে একটি অদ্ভুত কালো ছায়া... একমাত্র দেবতার পবিত্র উপাসক ব্যতীত সে ছায়া প্রত্যক্ষ করতে পারে এমন ক্ষমতা কারো নেই।যত রাত যায় সেই ছায়াটা আরো আরো যেন গাঢ় হয়ে উঠতে থাকে!"-সাউয়ের কন্ঠ যেন আরো কেঁপে কেঁপে ওঠে।

-"তারপর?"

-"রাত যত বাড়ে রাজকুমারীর শয়নকক্ষে থেকে শোনা যেতে থাকে অদ্ভুত এক জন্তুর হাড় হিম করা চিৎকার!!! সেই ডাক আমি নিজে শুনেছি মহামান্য হাতেত!! রাজকুমারী বেনেত্রীসের নির্ভীক

দ্বারপ্রহরীরা পর্যন্ত সেই ডাক শুনে আতঙ্কে কেঁপে কেঁপে ওঠে...আর..."

-"আর? আর কি?"

-"সকাল হলে যখন রাজকুমারী বেনেত্রীসের শয়নকক্ষের দ্বার খোলা হয় তখন তখন দেখা যায় তার শয়নকক্ষের চারিদিকে শুধু রক্ত আর রক্ত! কি ভয়ঙ্কর সেই দৃশ্য... আমি নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছি... শুধু তাই না তার কক্ষে তাঁর নিজের শয্যার নিচে পরপর সাজিয়ে রাখা আছে উনিশটি রক্তাক্ত নরমুন্ড!!!ভারী অদ্ভুত সেগুলি...দিনের আলো থাকা পর্যন্ত সেগুলো স্বাভাবিক, কিন্তু যেই রাত বাড়তে শুরু করে অমনি নরমুণ্ড গুলো থেকে অনর্গল রক্ত নির্গত হতে থাকে,রাত যত বাড়ে রক্তের স্রোত তত বাড়ে! রাজকুমারীর একজন দাসী নিজে এই ঘটনার কথা আমায় এসে জানিয়েছে! সেই নরমুন্ডগুলোকে সরাতে গেলে রাজকুমারী আবার তেড়ে আসেন, আচড়ান,কামড়ে পর্যন্ত দেন!"

-"অদ্ভুত!সত্যি ভারী অদ্ভুত!"-মহামান্য হাতেতের কন্ঠে দুশ্চিন্তা আর উৎকণ্ঠার ছাপ স্পষ্ট।

-"সাউ আর কিছু প্রশ্নের উত্তর আপনি আমায় দিতে পারবেন?"

-"হ্যাঁ বলুন মহামান্য হাতেত।যদি জানা থাকে নিশ্চয়ই দেব।"

-"আপনি যতদিন বাখতানে ছিলেন তার মধ্যে সেই প্রদেশে কি কোন অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর পেয়েছেন?"

-"অস্বাভাবিক মৃত্যু! হ্যাঁ তা শুনেছি বটে। বাখতানে মাস ছয়েক

আগে কোন একটা হিংস্র জন্তুর আবির্ভাবের খবর শুনছিলাম...ভয়ঙ্কর হিংস্র জন্তু... রাত বিরেতে নাকি ঘর থেকে মানুষজন টেনে নিয়ে যাচ্ছে।এখনো পর্যন্ত উনিশ জন নাকি মারা গেছে!"

-"উনিশজন ! উনিশজন! উনিশজন মারা গেছে... উনিশটা নরমুন্ড!অদ্ভুত...ও আচ্ছা সাউ আপনি কখনো রাজকুমারীকে জল খেতে দেখেছেন?"

-"নাঃ মানে আমার সামনে তো কখনো খাননি। কেন বলুন তো?"

-"আছে আছে ,কারণ আছে।মহারাজ! রাজকুমারী বেনেত্রীসের যে কোন সাধারণ অসুখ হয়নি এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। আপনি ব্যবস্থা করুন আমি যত শীঘ্র সম্ভব বাখতানে যাব।আমি যা অনুমান করছি তাতে আর বেশী বিলম্ব করা মোটেই ঠিক হবে না। সংখ্যাটা যখন উনিশ অব্দি পৌঁছে গেছে..."

-"নিশ্চয়ই মহামান্য হাতেত! কিন্তু রাজকুমারীর কি অসুখ হয়েছে সেটা যদি বলেন!"-ফ্যারাও রামেসিস এর কন্ঠে এখন উৎকন্ঠা যেন আরো বেড়ে গেছে।

-"বলব বলব নিশ্চয়ই বলব।তবে এখন তার সময় না। তাছাড়াও আরো কিছু কাজ আছে যা বাখতানে যাওয়ার আগে সারতে হবে। মহারাজ আপনি শীঘ্রই কাষ্ঠ দিয়ে মূর্তি প্রস্তুত করে এমন একজন কারিগরকে ডেকে পাঠান। পরম পূজ্য খোনসুর একটি কাষ্ঠমূর্তি প্রস্তুত করতে হবে। যত শীঘ্র সম্ভব! তবে একটি বিশেষ কৌশলে!কারিগর এলে তাকে কৌশলটা আমি বুঝিয়ে দেব আর..."

-"আর! আর কি মহামান্য হাতেত?"

-"আমাদের প্রদেশে গ্রিস দেশের একজন পন্ডিত আছেন না অতিথি হিসেবে? তাকেও কাল সভায় ডেকে পাঠান। তাকেও আমার সঙ্গে বাখতান যেতে হবে।"

-"গ্রীসদেশি পণ্ডিতকে বাখতান যেতে হবে আপনার সঙ্গে! কেন?"

-"ওই যে বললাম সব কারণ গুলো বলার সঠিক সময় এখনো আসেনি।সময় আসলে ঠিকই সবটা জানতে পারবেন।আর হ্যাঁ আপনাকে ও মহারানীকেও যেতে হবে আমার সঙ্গে। প্রস্তুত হন!আচ্ছা মহারাজ আপনার কি মনে হয় মহারানী নেফিউরে তার ভগ্নির জন্য কি কি করতে পারেন?"

-"কি কি করতে পারেন! এ কেমন অদ্ভুত প্রশ্ন মহামান্য হাতেত? মহারানী তার ভগ্নিকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন...তিনি তার ভগ্নির জন্য সমস্ত কিছু করতে পারেন!"

-"বেশ বেশ আপনার কথা শুনে স্বস্তি পেলাম। এখন আমায় আসতে আজ্ঞা দিন মহারাজ। যা বুঝছি আজ রাত্রে বিস্তর কাজ আছে। আপনি বরং বাখতান যাত্রার প্রস্তুতি শুরু করে দিন আর যা যা বললাম সেই কাজগুলো শুরু করে দিন।"

-"নিশ্চয়ই মহামান্য হাতেত!"

ফ্যারাও রামেসিসের বিশাল প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে মহা পুরোহিত হাতেত চললেন রামেসিয়াম মন্দিরের দিকে। তার কপালে ভাঁজ, ভ্রুসন্ধিতে দুশ্চিন্তার আভাস। মন্দিরে ঢোকার আগে এক মুহূর্ত

দাড়িয়ে কি যেন ভাবলেন তিনি! তারপর হন হন করে ঢুকে গেলেন একেবারে মন্দিরের গর্ভগৃহে যেখানে প্রতিষ্টিত আছেন স্বয়ং পরম পূজ্য দেবতা খোনসু।গর্ব গৃহের পাশে একটি ক্ষুদ্র কক্ষ।সেই কক্ষে স্তুপ করে রাখা সারি সারি প্যাপিরাসের পুথি। সেই কক্ষে ঢুকেই তিনি হন্তদন্ত হয়ে কি যেন খুঁজতে শুরু করলেন,শেষমেষ একটা বহু পুরনো পুঁথি হাতে নিয়ে আলোর তলায় ধরে মন দিয়ে কি যেন পড়তে শুরু করলেন। তারপর পড়তে পড়তে একসময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন -" উনিশটি মৃত্যু!!! উনিশটি নরমুন্ড!!! হে পরম পূজ্য খোনসু এখন একমাত্র তুমি সহায়!"

সেইদিন রামেসিয়াম মন্দিরের গর্ভগৃহ থেকে ভেসে আসা মহাপুরোহিত হাতেতের গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারিত সুদীর্ঘ সব মন্ত্রের শব্দে থিবস নগরীর রাত্রি যেন আরো প্রগাঢ় ও ঘনীভূত হয়ে উঠতে লাগলো।

(২)

■"হে অনন্ত রহস্যের জন্মভূমি মিশর-আমরা আসছি!"

সময়কাল-বর্তমান,প্রাতঃকাল

আজ সকাল থেকেই বাড়ীটা একেবারে গমগম করছে। একই তো রবিবার তার ওপর আবার সক্কাল সক্কাল ফাদার গডসন,

অতীন,শিলা,ছোট সর্দার এসে হাজির।সকলেরই মুখ প্রসন্ন,চোখের চাহনিতে একটা চাপা উত্তেজনার আভাস।কোন একটা বড়সড় খবর নিয়েছে যে ওরা এসেছে তাতে সন্দেহ নেই।কিন্তু কি সেই খবর সেটা অবশ্যই আসা অব্দি এখনো পর্যন্ত আমাকে জানানো হয়নি। ওদের কথাবার্তা শুনি যা বুঝছি আমাকে বেশ কিছুক্ষণ সাসপেন্সে রেখে তারপর পুরোটা শোনানো হবে।যাই হোক ভালো খবরের জন্য একটু অপেক্ষাই সই।

এদিকে ফাদার গডসন এখন রীতিমতো পরিচিত একটা নাম। বিগত প্রায় দেড় বছরের ফাদার গডসন এমন সব ভৌতিক ও অলৌকিক সমস্যার সমাধান করেছেন যা সাধারণ মানুষের পক্ষে সমাধান করা তো দূর কল্পনা করা পর্যন্ত সম্ভব ছিল না।তার মধ্যে শেষ ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।বাঁকুড়া জেলার একটি গ্রামে জনৈক চৌধুরী পরিবারের একটি বাচ্চা ছেলে প্রতি রাতে ঘুম থেকে উঠে দেওয়ালে মাথা ঠুকত আর বিড়বিড় করে প্রায় মন্ত্রের মতো একটা হারিয়ে যাওয়া চাবির কথা বলতো।তার একটি পুতুল ছিল যা নাকি তার সাথে কথাও বলে। সেই রহস্য সমাধানে ফাদারের সঙ্গে আমরা সবাই গিয়েছিলাম।তারপর অবশ্য সেখানে গিয়ে যা যা ঘটেছিল তা ভাবতে গিয়ে এখনো আমার গায়ে কাঁটা দেয়!সেই লোমহর্ষক অভিজ্ঞতার কাহিনী পরে সময় পেলে অবশ্যই শোনাব।

অতিন এবং শিলা দুজনেই এখন সেকেন্ড ইয়ারে।অতিনএর বিষয় রসায়ন বিদ্যা এবং শিলার ইতিহাস। দুজনেই পড়ছে যাদবপুরে। অতীন কলকাতায় থাকে একটা মেসে আর শিলা একটা মেয়েদের হোস্টেলে। আমার বাড়ি থেকে যাদবপুরের যাতায়াত দূরত্বটা অনেকটা বলেই বারবার বলা সত্ত্বেও ওরা আমার বাড়িতে

থাকতে চায়নি। আমিও অবশ্য বিশেষ জোর করিনি। জীবনের এই সময়টায়,যখন ওরা কৈশোরের চৌকাঠ পেরিয়ে প্রথম পা রেখেছে যৌবনের আঙিনায়... এই সময়টায় বিশেষ করে ওদের একটু স্বাধীনতা প্রয়োজন। এই কলকাতা শহরের অলিতে গলিতে বন্ধুদের সাথে আড্ডা,শত অসুবিধে থাকলেও হোস্টেল জীবনের অনাবিল আনন্দ,হৈ-হুল্লোড় কিংবা বন্ধুদের সাথে কাটানো বিনিদ্র রাতগুলোর সুখস্মৃতি থেকে ওদেরকে বঞ্চিত করতে আমি একেবারেই চাই নি।অবশ্য আমার বাড়িতে না থাকলে কি হবে সপ্তাহ শেষে একদিন করে দুজনে ঠিক এসে দেখা করে যায় আমাদের সাথে।

ড্রইং রুমে আড্ডাটা জমে উঠেছে, এর মধ্যেই হঠাৎ অতীন জিজ্ঞেস করল আমাকে-" অমৃতদা, মিশর দেশটা কেমন লাগে তোমার?"

-"মিশর! ও বাবা সে তো মমি আর পিরামিডের দেশ! ছোটবেলায় কত পড়েছি,নিজের মনে মনে কত কল্পনা করেছি মিশর নিয়ে! এমন কোন বাঙালি আছে নাকি যে ছোটবেলায় অন্তত একবার ওখানে যাবার স্বপ্ন দেখেনি!"

-"তুমিও মিশরে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতে নাকি মাস্টারমশাই?"- কথাটা বললেন ফাদার। তার পরনে শ্বেত শুভ্র বসন,গলায় খ্রিষ্টের পবিত্র ক্রস।ঈষৎ লম্বাটে মুখে শাণিত প্রজ্ঞার দীপ্তি। প্রসঙ্গত উনি এবং ছোট সর্দার আমাকে প্রথম আলাপ থেকেই মাস্টারমশাই বলে ডাকেন।

-"আলবাত দেখতাম!দেখবো না কেনো শুনি!"-আমি বললাম।

-"তাহলে ধরে নাও তোমার ছোটবেলার দেখা স্বপ্ন সত্যি হতে চলেছে!"

-"মানে?"

-"মানেটা হল এই যে আমরা মিশর যাচ্ছি অমৃতদা! আর শুধু আমরা যাচ্ছি না আমাদের সঙ্গে তুমিও যাচ্ছো!"- শিলার কন্ঠে প্রাণোচ্ছল উত্তেজনা।

-"মিশর যাচ্ছ তোমরা! সঙ্গে আমিও! মানে আমার মাথায় তো কিছুই ঢুকছে না!কেসটা কেউ একটু খুলে বলবে কি হচ্ছে এখানে! আর কিন্তু সাসপেন্স সহ্য হচ্ছে না!"

-"আমি বলছি"- আমার কথার প্রত্যুত্তরে ফাদার বলতে শুরু করলেন -"সপ্তাহ দুই আগে আমার কাছে একটা ইমেইল আসে।পাঠিয়েছিলে সব্যসাচী চক্রবর্তী বলে একজন ব্যক্তি। আমার ইমেইল এড্রেস তিনি কোথা থেকে পেলেন জানি না, যাই হোক ইমেইলে তিনি লিখেছেন যে ওনার মেয়ের ভীষণ অসুখ। কোনোভাবেই অসুখ সারানো যাচ্ছে না অতঃপর উনি আমার সাহায্য চান। অসুখের কথা সবটাই মেলে বলা সম্ভব নয়।উনি ফোন নাম্বার পাঠিয়ে ছিলেন আমি যদি ফোন করি তাহলে উনি সবটা খুলে বলতে পারেন। শেষে লিখেছিলেন একমাত্র আমিই নাকি সমস্যার কূলকিনারা করতে পারব!

যাইহোক ভদ্রলোক সমস্যায় পড়ে যখন আমার শরণাপন্ন হয়েছেন এবং এতবার করে যখন অনুরোধ করেছেন তখন একবার অন্তত তাকে ফোন করা উচিত সুতরাং আমি ফোন করেছিলাম

এবং ফোন করে যা যা শুনলাম তাতে স্থির করলাম আমার অন্তত মিশরে যাওয়া উচিত।"

-"দাড়ান, দাড়ান।ভদ্রলোক মানে এই সব্যসাচী চক্রবর্তী এখানে থাকেন না?"

-"না, উনি এখানে থাকেন না। মিশরে গিয়ে যেসব বাঙালিরা এখন চুটিয়ে ব্যবসা করছেন তার মধ্যে এই সব্যসাচী চক্রবর্তী অন্যতম। মিশরে বিভিন্ন জায়গায় ওনার খান কুড়ির মতো হোটেল ও রেস্তোরাঁ আছে। এছাড়াও আছে অ্যান্টিক ও ঐতিহাসিক জিনিস নিলামের ব্যবসা। সব মিলিয়ে মিশরের ধনী ব্যবসায়ীদের মধ্যে তিনি অন্যতম পরিচিত মুখ।"

-"বাপরে! বিশাল ব্যাপার!"-কথাটা বললেন ছোট সর্দার।মাঝারি উচ্চতার মধ্য বয়সী এই রসিক মানুষটির মুখে এখন বিস্ময়ের ছাপ।

-"তা ওনার মেয়ের অসুখের ব্যাপারে কি বললেন?"- আমি জিজ্ঞেস করলাম।

-"অসুখ...অসুখ বলা যায় কি! শুনে যা বুঝলাম তাতে সাধারণ অসুখ বলে তো মনে হলো না!"

-"কি শুনলেন ফাদার?"-আমার কৌতূহল ক্রমশ বাড়ছে।

-"সব্যসাচীবাবুর মেয়ে ইরার নাকি মাস দুয়েক হলো এই অসুখটা হয়েছে।ইরা নাকি দিন দিন আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাচ্ছে।বিশেষ কিছু খাচ্ছে দাচ্ছে না...সবথেকে বড় কথা মাস দুয়েক ইরা নাকি জল না খেয়ে বেঁচে আছে! এছাড়াও কিছু অলৌকিক ব্যাপার নাকি সব্যসাচী বাবুরা বহুবার প্রত্যক্ষ করেছেন এই যেমন রাতের বেলা

ইরার ঘর থেকে বিকট গন্ধ পাওয়া... একটা অদ্ভুত আওয়াজ শোনা...তারপর সকাল বেলা ইরার ঘর খুললেই সারা ঘরের মেঝেতে টাটকা রক্তের ছড়াছড়ি আর তার মধ্যেই অচৈতন্য হয়ে ইরার পড়ে থাকা।ভদ্রলোক নাকি অনেক চেষ্টা করেছেন! ডাক্তার বদ্যি, ওইখানকার স্থানীয় ওঝা টঝা সবই চেষ্টা করে দেখেছেন... কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হয়নি।উনি আমার ব্যাপারে কোন একটা কাগজে পড়েছিলেন, আমার ব্যাপারে পড়ার পর ওনার কেন জানি না মনে হয়েছে একমাত্র আমি নাকি এই সমস্যার সমাধান করতে পারব। অগত্যা..."

-"আপনার কি মনে হয় মেয়েটির কি হয়েছে ফাদার?"

-"অনেক কিছুই হতে পারে মাস্টারমশাই।অন্তত সব্যসাচী বাবুকে লক্ষণ শুনে তো তাই মনে হল। কিন্তু সাধারন যে কোনো অসুখ নয় এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত সব্যসাচী বাবুর নাকি স্থির বিশ্বাস এর পিছনে কোন অলৌকিক কিছু আছে। যাইহোক যাওয়ার প্রসঙ্গে আমি যখন বললাম আমি একা নই আমার সঙ্গে তোমরাও যাবে উনি নির্দ্বিধায় তা মেনে নিলেন এবং বললেন যত খুশি লোক নিয়ে যেতে। যাতায়াত খাওয়া-দাওয়া সমস্ত ব্যবস্থা ওনার শুধু ওনার মেয়ে ঠিক হয়ে গেলেই হল।

অগত্যা উনি খুব শীঘ্রই আমাদের টিকিট কেটে পাঠিয়ে দেবেন বলেছেন। ওখানে আমরা ওনার অতিথি হিসেবেই যাবো।"-একটু থামলেন ফাদার তারপর বললেন-" তবে হ্যাঁ উনি একটা অদ্ভুত শর্ত দিয়েছেন;আমাদের সবাইকে ওনার অতিথি হিসেবে ওখানে ছদ্মবেশে যেতে হবে,আসল পরিচয়ে নয়।"

-"ছদ্মবেশ! হঠাৎ ছদ্মবেশ কেন?"- অবাক কণ্ঠে প্রশ্নটা করলো অতীন।

-"এর কারণ আমি বহুবার জিজ্ঞেস করেছি। উত্তর দেননি। বলেছেন ওখানে গেলে কারণটা বলবেন। যাই হোক সুতরাং ব্যাপারটা এই দাঁড়াচ্ছে যে মাস্টারমশাই আপনি তাড়াতাড়ি ব্যাগ গোছানো শুরু করুন।খুব শিগগিরই কিন্তু আমরা মিশর পাড়ি দিচ্ছি।"- ফাদার শান্তকণ্ঠেও চাপা উত্তেজনার সুর।

-"কিন্তু.."

-"এখনো কিন্তু আছে? আচ্ছা শুনি।"- মৃদু হেসে বললেন ফাদার।

-"শিলার বাড়ির লোক ওকে এতদূর আমাদের সঙ্গে ছাড়তে রাজি হয়েছে? আমাদের মধ্যে তো কোনো মেয়ে নেই...আর ওর বাড়ির লোকজন তো বেশ কনজারভেটিভ শুনেছিলাম।"

-"প্রথমত শিলা আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে। ওর বাবা-মা রক্ষণশীল হলেও আমার ওপর যথেষ্ট বিশ্বাস রাখেন, তাদের সবটা বলার পর আর শিলার উৎসাহ দেখে ওনারা না করতে পারেননি।দ্বিতীয়ত আমাদের সঙ্গে এবার শিলা ছাড়া আর কোন মেয়ে যাচ্ছে না এটা একদম ভুল কথা। আমাদের সঙ্গে এবার আরেক জন মহিলাও কিন্তু যাচ্ছেন। আর তিনি হলেন আপনার স্ত্রী মাস্টারমশাই,পূরবী। আগের অভিযানে তাকে নিয়ে যায়নি বলে সে ভীষণ আক্ষেপ করেছিল। অগত্যা এইবারে তাকে সঙ্গে নেয়াটা আমাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে ।"-কথাটা বলেই ফাদার মৃদু হেসে তাকালেন আমার পাশের সোফায় বসে থাকা পূরবীর দিকে।তার চোখ ইতিমধ্যেই ভরে

উঠেছে আনন্দে আর উত্তেজনায়।ও যেন স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি এটা।

-"তাহলে আর কি! হয়ে গেল সব আর কোনো 'কিন্তু' নেই কিন্তু অমৃত দা! এইবার ব্যাকপ্যাক গোছানো শুরু করো।"- কথাটা বলেই অতিন ঘরে সবার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিল, তারপর গলাটা একটু চড়িয়ে প্রায় নাটক করার কায়দায় বলে উঠল-" হে মমির দেশ মিশর,হে পিরামিডের দেশ মিশর... হে অপার রহস্যের জন্মভূমি মিশর! আর কিছুদিন অপেক্ষা করো... আমরা আসছি... আমরা আসছি..."

(৩)

■জিভে জট,সম্পর্কেও...

পূরবী; আমার স্ত্রী সম্বন্ধে একটি স্বল্প পরিচয় এখানে দেওয়া প্রয়োজন। পুরবীর সাথে আমার বিয়ে হয়েছে দেখতে দেখতে এক বছর হয়ে গেল। পুরবীর বয়স ঊনত্রিশ,গায়ের রং ফর্সার কাছে,মুখশ্রী সুন্দর এবং নিজের বউ বলে বলছি না পূরবী যথেষ্ট মিষ্টভাষী।ও এখন কলকাতার লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের মনস্তত্ত্বের অধ্যাপিকা। বিয়ের পর দুজনেই দুজনের কাজ সামলে নিজেদের এই ছোট্ট সংসার নিয়ে দিব্যি আছি।

ফাদার গডসনের সঙ্গে পুরবীর আলাপ কুসুমপুর গ্রামের সেই ভয়ংকর পিশাচ বৃক্ষ নিধন অভিযানের সময় থেকে। তারপরেই অবশ্য ওদের সাথে পূরবীর দারুন ভাব জমে গেছে। ফাদারকে ও নিজের বাবার চোখেই দেখে, শ্রদ্ধাও করে। ফাদারও নির্দ্বিধায় পুরবীকে নিজের কন্যার স্থান দিয়েছেন।অন্যদিকে অতিন ও শিলা ওকে বউমনি বলে ডাকে এবং বউমণির ওপর সপ্তাহের শেষ দিন এসে যথেচ্ছ রকমের অত্যাচার চালিয়ে যায়।অন্যদিকে ছোট সর্দার পুরবীকে ম্যাডাম বলে ডাকেন।ওকে ম্যাডাম ছাড়া অন্য কিছু ডাকার অনুরোধ করা হলেও উনি স্রেফ মানা করে দিয়েছেন,ওনার মতে মাস্টারমশাইয়ের বউকে ম্যাডাম বলে ডাকাটাই সবচেয়ে শ্রেয়।

যাই হোক আমরা এখন মিশরগামী উড়োজাহাজে। সব্যসাচী বাবু তার কথা মতই আমাদের ছয়জনের জন্য উড়োজাহাজের টিকিট বুক করে দিয়েছেন।কায়রোতে নেমে ওনাকে ফোন করতে হবে, ওখান থেকে ওনার লোক আমাদের গাড়িতে তুলে নেবে। এদিকে গতকাল থেকেই আবার অতিন আর শিলার মধ্যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ। হঠাৎ কেন এই ঝগড়া এই মুখ দর্শন বন্ধ করার কারণই বা কি এই নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ দুজনেই।পূরবী দু একবার চেষ্টা করেছিল তবে শেষমেশ ক্লান্ত হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়েছে। এখন এই উড়োজাহাজের মধ্যেই বাকি যাত্রীদের বিরক্ত না করেই নিন্মস্বরে একটা মজার খেলা চলছে।

-"জলে চুন তাজা তেলে চুল তাজা, জলে চুন তাজা তেলে চুল তাজা, জলে চুল তাজা তেলে চুন তাজা..."

-"হবে না, হবে না, ওটা জলে চুন তাজা তেলে চুল তাজা হবে!"-

বলেই হো হো করে হেসে উঠল অতিন।

-"এত কঠিন কঠিন টাং টুইস্টার কেউ এত তাড়াতাড়ি বলতে পারে নাকি!"- পূরবীর মুখে একটা ছদ্ম রাগের ইঙ্গিত।

-"কেন পারব না বউমনি?এইতো আমি কেমন বলছি শোনো।"- বলেই অতিন অনর্গল না থেমে দ্রুত গতিতে বলতে শুরু করল- "জলে চুন তাজা তেলে চুল তাজা..."- আর কী আশ্চর্য! সত্যিই ওর জিভ জড়িয়ে যাচ্ছে না,একদম না আটকেই ও বলে যেতে পারছে অনর্গল!

-"উরিব্বাস, অতিন তোমার একটাই জিভ তো ভায়া? দেখে তো সন্দেহ হচ্ছে!"-

ছোট সরদার এর কথা শুনে আমরা সবাই মিলে মৃদু হাসলাম। শুধু ফাদার এবং শিলা নির্বিকার রইল। ফাদার বিমানে ওঠা থেকে একটি বই পড়ছে,বইটির নাম-"**Ancient Egyptian Demonology and Black Magic:Jinx,Hex and Curses**"-এবং স্বভাবতই বই পড়ার সময় মানুষ যা করে অন্যদিকে মন না দেওয়া উনিও তাই করছেন।এদিকে শিলার ব্যাপারটা অবশ্য অন্য। ও মুখের সামনে একটা বই খুলে ধরে রেখেছে কিন্তু সেটা যে বিন্দুমাত্র পড়ছে না তা ওর মুখের হাবভাব দেখেই স্পষ্ট বোঝা যায়।আর তাছাড়াও শিলা বইটা উল্টো করে খুলে রেখেছে।সুতরাং উল্টো বই যে ও পড়ছে না সে ব্যাপারে আমি অন্তত নিশ্চিত। মূলকথা হলো অতীন যে খেলায় হেসে হেসে যোগ দিয়েছে সেই খেলায় ও অংশগ্রহণ করবে না এই ওর পণ।

-"আচ্ছা এটা পারলে না! আর একটা বলি, এটা চেষ্টা করো তো!

বল...টাকে কাক তাকে কাপ... তাড়াতাড়ি বলো!"- বলল অতীন।

-"এটা আমি চেষ্টা করছি" কথাটা বললো ছোট সর্দার। -"টাকে কাক তাকে কাপ,তাকে কাক টাকে কাপ... এই ধুত্তরি ভুল হয়ে গেল! কি জটিল জিনিস রে বাপু! মানুষের জিভ দিয়ে উচ্চারণ হয় নাকি!"

-"হয় হয় ছোট সরদার!নিশ্চয়ই হয় আর টাং টুইস্টার এর বাংলাটা জানোতো? জিভে-জট। সুতরাং এগুলো বলতে গিয়ে যে জিভে জট পাকিয়ে যাবে এটা তো স্বাভাবিক। তবে একমাত্র আমি... এই অতিনই পারে এই জিভেজটগুলোকে কোন রকম জট ছাড়াই উচ্চারণ করতে।"

ঠিক তখনই আমরা শুনতে পেলাম শীলা ওর বইটা দমাস করে বন্ধ করে ওর কোলের উপর রাখলো। তারপর প্রায় পাগলের মতো দ্রুতগতিতে একনাগাড়ে বলে যেতে লাগলো-"টাকে কাক তাকে কাপ,টাকে কাক তাকে কাপ..."-কি আশ্চর্য!একবারও আটকাচ্ছে না শীলার! জিভে জট লাগার তো প্রশ্নই নেই!অনর্গলভাবে কিছুক্ষণ বলে যাওয়ার পর একটু থেমে একটা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে শীলা বললো- "অমৃত দা তোমার ভাইকে বলো যে যার থেকে এসব শিখেছে তার সামনে এতটা স্পর্ধা দেখানো ভালো না! গুরুরা গুরুই হয় আর চ্যালারা চ্যালা!"

অতীনের মুখটা সঙ্গে সঙ্গে সদ্য চুপসে যাওয়া বেলুনের মত হয়ে গেল। বেচারি কত সাধনায় অনর্গল জিভে জটগুলো একবারও না আটকে উচ্চারণ করে আমাদের কেমন ভিরমি খাওয়াচ্ছিল আর শিলা দিল সব ফাঁস করে! শিলার কথা শুনে আমার বেজায় হাসি পেলেও হাসলাম না। পূরবী চোখ টিপে বুঝিয়ে দিল প্রেমিক

প্রেমিকার ঝগড়া সময় কোন পক্ষের হয়েই কথা বলা উচিত না।হাসা তো উচিত নয়ই।অগত্যা আমি আর পূরবী দুজনই চুপ করে গেলাম।অতিনও আর কথা বাড়ালো না, ছোট সরদার এর পাশে নিজের সিটে মাথা রেখে ও চোখ বুঝলো।শিলা আবার বইটা উল্টো করে খুলে পড়তে শুরু করল! শুধু আমি শুনতে পেলাম ছোট সরদার বির বির করে নিজের মনেই বলে চলেছেন-" তাকে কাক টাকে কাপ,কাকে টাক, তাকে কাপ! ধূত্তরি সত্যি সত্যিই জিভে জট লেগে যাবে এবার!"

(৪)

■"সকলেই সে সফরে সামিল"

কায়রো নগরীর জনবহুল রাস্তার মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছে দুরন্ত চারচাকা।বিভিন্ন গাড়িকে পাশ কাটিয়ে স্বয়ং সব্যসাচী বাবু যেভাবে গাড়িটাকে প্রায় হাওয়ার বেগে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তা দুদে ড্রাইভারদের কাছেও ঈর্ষণীয়।

কায়রোর বিমানবন্দরে নেমে দেখি লোক পাঠানোর বদলে ভদ্রলোক নিজেই হাজির।লম্বা,ফর্সা,চোখে চশমা,টাই পড়া মানুষটাকে প্রথমবার দেখলেই বোঝা যায় এক ধরনের চাঁপা আভিজাত্য ও অহংকার ওনার রক্তে মিশে আছে। গাড়ির ব্যাক

সিটে বসে আছি আমি,পূরবী,শিলা। আমাদের পিছনের সিটে আবার অতিন,ছোট সর্দার এবং গাড়ির ফ্রন্ট সিটে সব্যসাচী বাবুর পাশে বসেছেন ফাদার গডসন। গাড়ি চালাতে চালাতেই সব্যসাচী

বাবু বললেন-

-"ছদ্মবেশের কথাটা মনে আছে তো? আপনারা কি পরিচয় দিচ্ছেন?"- ওনার প্রশ্নে ফাদার অতি শান্ত কন্ঠে উত্তর দিলেন-

"আমি,অমৃতময় এবং ছোট সর্দার মানে প্রবীর বাবু হলাম আপনার ব্যবসার অংশীদার।কলকাতায় থাকি, পূরবী অমৃতের স্ত্রী ছিল তাই থাকবে। অতিন অমৃতের ভাই এবং শিলা হলো ওই প্রবীর বাবুর মেয়ে। ব্যাস এটুকুই বলব। আমরা সবাই কলকাতা থেকেই একে অপরকে চিনে সুতরাং সন্দেহ করার কোন কারণ নেই।"

-"বাহ!অনেক ধন্যবাদ ফাদার! আপনি আমার এই কথাটুকু রেখে আমায় অনেকটা স্বস্তি দিলেন। আসলে ব্যাপার কি জানেন আমি চাই না যে ইরা এটা জানতে পারুক যে আপনারা ওকে সারাতে এসেছেন। যদি ও ঘুণাক্ষরেও তা জানতে পারে..."

-"জানতে পারলে কি হবে?"- শীলা জিজ্ঞেস করল।

-"ছাড়ুন।সেসব কথা পরে বলবো না হয়! মিশরে এসেছেন। প্রথম কদিন একটু আনন্দ করুন। ইরার সাথে আজকে আপনাদের আলাপ হয়ে যাবে।আচ্ছা ইরা নামটা কেমন বলুন তো ফাদার? যাঃ এখন তো আবার ফাদার বলা যাবে না মিস্টার গডসন বলতে হবে না হলে ইরা ধরে ফেলবে!"

-"ইরা! বেশ ভালই নাম তো!"-সব্যসাচীবাবুর কথায় মৃদু হেসে উত্তর দিলেন ফাদার।

-"কি যে বলেন! এই নামটা আমার একদম পছন্দ না। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম মেয়ের নাম দেব হাটসেপসুট,কিন্তু ওর মা প্রচন্ড আপত্তি করল। তারপর ভাবলাম মেয়ের নাম রাখি নেফর তিতি। সেখানেও আপত্তি ।শেষে ভাবলাম অন্তত ক্লিওপেট্রা যদি রাখি! ওর মা পারলে আমার থেকে মেয়েকে নিয়ে প্রায় চলই যায়!শেষমেশ ওর মায়ের কথাই রইলো! মেয়ের নাম রাখলাম ইরা। কিন্তু নামের মধ্যে সেই মিশরের গন্ধটাই নেই!"

ভদ্রলোকের কথায় ফাদার মৃদু হাসলেন। আমি,পূরবী আর শিলা জোর করে হাসি চাপলাম আর পিছনে শুনলাম ছোট সর্দার অতীনকে ফিসফিস করে বিস্মিত কন্ঠে বলছে-"হাটসেপসুট! কোন সুস্থ ব্যক্তি তার মেয়ের নাম হাটসেপসুট রাখতে পারে ভায়া? স্কুলে মেয়েটার নাম ডাকবে কি বলে বলোতো! হাটসেপসুট চক্রবর্তী??? এনার মাথার মধ্যে ছিট আছে নাকি ছিটের মধ্যে মাথা!"

এরপর গাড়ির মধ্যে অল্প বিস্তর কথা হলো। অধিকাংশ সময় নীরব থেকেই কাটালাম মনের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা আস্তে আস্তে দানা বাধছে। একে তো স্বপ্নের দেশ মিশর তার মধ্যে আবার ইরার অদ্ভুত রোগ।ফাদার কি পারবে এই সমস্যার সমাধান করতে? এর সাথে কি সত্যি জড়িয়ে আছে কোনো অলৌকিক ব্যাপার!! আর কি এমন কারণ যাতে আমাদেরকে ছদ্মবেশ ধরে থাকতে হচ্ছে? ইরা যদি জানতে পারে আমরা ওর রোগ সারাতে এসেছি তাহলে কি বা এমন হবে... হঠাত শুনলাম শিলা

মোবাইলে একটা গান চালিয়েছে। গান টা আমার অচেনা,হালের কোনো এক বাঙালি গায়ক এর গান তবে কথাগুলো সত্যি মনে দাগ কাটার মত-

"এই যে উড়েছে ধুলো,বুকের ভিতরে মরুভূমি

এই যে ইচ্ছেগুলো জড়িয়ে ধরে আছো তুমি

বালির শহর...অনেক অমিল,আকাশ পাথর,মেঘের ফসিল...

সকলেই সে সফরে সামিল!"

(৫)

■ইরার সাথে সাক্ষাৎ

আমাদের পৌছাতে পৌছাতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।আমরা যে বাড়িটার সামনে এসে নামলাম, সেটাকে ছোটখাটো রাজপ্রাসাদ বললে ভুল বলা হবে না। বিশাল বড় অট্টালিকাটির সামনে বেশ বড় জায়গা জুড়ে বাগান। বিভিন্ন রকমের ফুলগাছ সঙ্গে বিভিন্ন রকমের ক্যাকটাসও চোখে পড়ে। বাগানের মাঝে কিছু বসার জায়গা,দুটো দোলনা।দুই পাশে বাগানটাকে রেখে মাঝে একটা পথ সোজা চলে গেছে অট্টালিকার সদর দরজার সামনে।

-"এদিকে।"- সব্যসাচী বাবু হাসিমুখে আমাদের বললেন। আমরা

ওনাকে অনুসরণ করলাম। আমাদের মধ্যে সকলেই তাদের স্বাভাবিক পোশাকে থাকলেও ছদ্মবেশের কারণে ফাদার তার চিরাচরিত শ্বেতবস্ত্র না পড়ে শুট টাই পরেছেন(এবং তাতে ওনাকে মানিয়েছেও খাসা)এবং ছোট সরদার তার ধুতি-পাঞ্জাবি ছেড়ে পড়েছেন ফরমাল শার্ট এবং প্যান্ট।

বাড়িতে ঢুকতেই একটি মেয়ের সঙ্গে মুখোমুখি হল। মেয়েটি উচ্চতায় বেশ লম্বা, ফর্সা, চুলের রং লালচে খয়েরি।মেয়েটির চোখের তলায় জমাটবাঁধা কালি, শরীরে অপুষ্টির প্রভাব স্পষ্ট। একবার দেখলেই চিনতে অসুবিধে হয় না যে এই মেয়েটি ইরা।

-"এই যে... এই হল আমার মেয়ে ইরা।ইরা, এনারা হলেন আমার গেষ্ট।ইনি মিস্টার গডসন,ইনি অমৃতময় বসু,ওনার স্ত্রী,ওনার ভাই আর ইনি প্রবীর বাবু আর তার মেয়ে। এরা সবাই এসেছেন ইন্ডিয়া থেকে।মিস্টার গডসন,অমৃতময় বসু এবং প্রবীরবাবু এই তিনজনই আমার বিজনেস কলিগ।"-সব্যসাচী বাবুর কথা শেষ হলে আমরা সবাই ইরার দিকে ভদ্রতাসূচক নমস্কার জানালাম। কিন্তু কি অদ্ভুত! মেয়েটি পরিবর্তে নমস্কার তো জানালই না উল্টে কিছুক্ষন আমাদের নিরীক্ষণ করে দৃঢ় কন্ঠে জিজ্ঞাসা করল-"এনারা এখানে কদিন থাকবেন?"

-"কদিন থাকবে মানে?ওনারা আমাদের গেস্ট অন্তত সপ্তাহ দুয়েক..."

-"ও আই সি।যাই হোক যত দিন খুশি থাকুক আমার কি!ওনাদের শুধু বলে দাও যে আমার ঘরের চারপাশে যেন ওনারা ঘুরঘুর না করেন আর আমার ওপর যেন বেশি ইন্টারেস্টও না দেখান।ব্যাস

তাহলেই হবে!"

-"ইরা! ওনারা আমাদের অতিথি!ভদ্রভাবে কথা বলো!"- সব্যসাচী বাবুর গলার স্বর আরো কঠিন হলো।

-"ওঃ আই সি।ভদ্রভাবে! আচ্ছা!"- এই বলে ইরা আমাদের দিকে ফিরল, তার পরে একটা ব্যঙ্গাত্মক স্বরে বলল-"হে মাননীয় অতিথিবর্গ, আপনারা দয়া করে আমার ঘরের চারপাশে ঘোরাফেরা করবেন না এবং আমাকে উত্ত্যক্ত করবেন না।এছাড়া আপনারা যা খুশি করুন আই ডোন্ট কেয়ার!' বাপি শান্তি হয়েছে তোমার!এবার আমি যাই?"

-"এই সন্ধ্যাবেলায় তুমি কোথায় যাচ্ছ ইরা?"

-"সেই কৈফিয়ৎ আমি তোমায় দেব না বাপি...সরি!"-এই বলেই ইরা দ্রুত পায়ে বেরিয়ে যেতে যাচ্ছিল কিন্তু ঠিক সেই সময় সব্যসাচীবাবু প্রায় পাগলের মত চিৎকার করে উঠলেন-"ওই স্কাউন্ড্রেলটার কাছে তাই তো?একবার মেরে হাত-পা ভেঙে দিয়েছিলাম শান্তি হয়নি... আবার খুব বাড়ছে!"

কথাগুলো শুনেই ইরার চোখ দুটো যেন আগুনের মত জ্বলে উঠলো।

-"ইউ আর এ ব্লাডি ক্রিমিনাল বাপি! ব্লাডি ক্রিমিনাল!" অদ্ভুত ঘেন্না মেশানো স্বরে কথাটা বলেই ইরা ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।সব্যসাচী বাবু ধপ করে সোফার উপর বসে পড়লেন। আমরা সবাই একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকলাম। শুধু দেখলাম ফাদার গডসন এক দৃষ্টিতে খোলা দরজাটার দিকে

তাকিয়ে আছেন যেই দরজা দিয়ে একটু আগেই বেরিয়ে গেল ইরা। তারপরেই শুনলাম তিনি প্রায় ফিসফিস করে নিজের মনেই বলে চলেছেন একটাই কথা-" হা প্রভু যীশু! আবারো যে এই জিনিস দেখব কল্পনা করতে পারিনি!!! এই মেয়েকে কি আমি বাঁচাতে পারবো... এই মেয়েকে কি আমি বাঁচাতে পারবো???"

(৬)

■"ক্ষতবিক্ষত মুণ্ডুহীন শরীর!!!"

-"ইরা,আমার ছোট্ট মেয়েটা কবে যে দেখতে দেখতে এত বড় হয়ে গেল কে জানে! ওর বয়স যখন দশ তখন আমরা এখানে শিফট করে যাই। এখানে তখন আমার ব্যবসা লাভের মুখ দেখছে আর সত্যি বলতে দেশে বসে এদেশের ব্যবসা চালানো আর সম্ভব হচ্ছিল না। অগত্যা আমরা শিফট করলাম।"

-"ইজিপ্ট নিয়ে আপনার পড়াশোনা কবে থেকে?"- প্রশ্নটা করলেন ফাদার।আমরা এখন সব্যসাচী বাবুর বিরাট ডাইনিং হলের ডিনার টেবিলে পর পর বসে আছি।টেবিলের ওপর সুসজ্জিত সব দারুন দারুন খাবার। আমাদের সাথে বসেছেন সব্যসাচী বাবু ও তার স্ত্রী।ইরা বাড়িতে নেই সুতরাং আমাদের সাথে খেতে বসার প্রশ্নই ওঠে না।ভালোমন্দ খাওয়া-দাওয়া তো চলছেই সঙ্গে কথোপকথনও।

-"পড়াশুনা বলতে গেলে অনেক দিনের।আমার তো ইতিহাস ছিল,

মাস্টার্স ছিল ইজিপ্ট এর উপরে। পরে বাবার ব্যবসা সামলাতে গিয়ে যখন সুযোগ এল এ দেশে ব্যবসাটা ছড়িয়ে দেওয়ার তখন নির্দ্বিধায় সে দায়িত্ব আমি আমার কাঁধে তুলে নিলাম।আমার ভাইরা রয়ে গেল ভারতে পৈতৃক ব্যবসা নিয়ে আর আমি স্থায়ীভাবে থেকে গেলাম এদেশে নিজের একটা ব্র্যান্ড তৈরি করার জন্য।আজ দীর্ঘ ষোল বছর লেগেছে এই জায়গায় পৌঁছতে। এই এতগুলো ব্যবসা,এত বড় বাড়ি,গাড়ি সব কিন্তু একদিনে হয়নি!"-সব্যসাচী বাবুর গলায় একটা চাপা অভিমানের সুর সুস্পষ্ট।

-"আচ্ছা এবার ইরার ব্যাপারটা বলুন।"

-"ওঃ!ইরা...আমার মেয়েটা কিন্তু পড়াশোনায় খুব ভালো ছিল। এ দেশে আসা, এখানে স্কুলে পড়া তারপর কলেজ কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও ইরা কিন্তু বাংলাটা ভোলেনি। দেখলেন না কেমন বাংলায় কথা বলল।ক্লাস টুয়েলভ পর্যন্ত সব ঠিকঠাকই ছিল বুঝলেন তো! তারপর একদিন হঠাৎ ওর মা মারা গেল। আকস্মিক মৃত্যু আমার কিছু করার ছিল না, ওর কেন জানিনা মনে হল ওর মাকে বাঁচানোর চেষ্টা আমি করিনি।তখন একদিকে ইরা অন্যদিকে আমার ব্যবসা...বাধ্য হয়েই আমায় আর একটা বিয়ে করতে হল।আর সেই তখন থেকেই ইরার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা দিন দিন খারাপ হতে শুরু করলো। ও ওর নতুন মাকে কোনদিনই মেনে নিতে পারেনি!"

সব্যসাচী বাবুর স্ত্রী আমাদের সাথেই বসেছেন। সুন্দরী সুশ্রী,সব্যসাচী বাবুর তুলনায় অল্প বয়সী মহিলাটি স্বল্পভাষী।এখানে আসা অব্দি স্বাভাবিক অভিবাদন ছাড়া ওনার সাথে আর কোন কথাই হয়নি।

-"আমার মেয়েটা কিন্তু দারুণ ব্রিলিয়ান্ট জানেন ফাদার!ও একসঙ্গে দশটা প্রাচীন ভাষা লিখতে ও পড়তে জানে! এই এত ভালো মেয়েটার মাথাটা বিগড়াল গ্রাজুয়েশনের পর। ওরও ইতিহাস ছিল,আমার মতই মাস্টার্স নিল ইজিপ্টের ওপর... তারপর পিএইচডিতে নিল কি সব প্রাচীন মিশরীয় জাদু তন্ত্র মন্ত্র! আমি বললাম এসব পড়ে কি হবে... কিন্তু ততদিনে যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে গেছে।ও জেদ ধরলো পড়লে ওটা নিয়েই পড়বে। তারপরেই ও পড়ল ওই স্কাউন্ডরেলটার পাল্লায়।স্থানীয় ইজিপশিয়ান একটা ছেলে...ছেলেটা নিজেও এইসব তন্ত্র মন্ত্র ইত্যাদি নিয়ে থাকে। ওই ছেলেটা আবার প্রফেসর...ওর আন্ডারেই তো রিসার্চ করছিল ইরা! যাইহোক ছেলেটার সাথে মেশার সাথে সাথেই ও আস্তে আস্তে কেমন যেন পাল্টে যেতে লাগল। ওর ব্যবহার হতে থাকলো আরো আরো রুক্ষ। তারপর একদিন..."- থেমে গেলেন সব্যসাচী বাবু ,ভদ্রলোক ভীষণ ঘামছেন ঠিক যেমন কোনো ভয়ঙ্কর স্মৃতির কথা মনে পড়লে মানুষ ঘামতে শুরু করেন।

-"প্রায় মাস দুয়েক আগের এক রাতে হঠাৎ আমার আমার আর স্ত্রীর ঘুমটা ভেঙে গেল একটা ভয়ংকর জন্তুর আওয়াজে। একটা জন্তু! কি ভয়ঙ্কর তার আওয়াজ!শুনলে রক্ত হিম হয়ে যায়! আমরা খেয়াল করলাম শব্দটা আসছিল ইরার ঘর থেকে।আমার বুকটা ঠান্ডা হয়ে গেল।সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম ইরার ঘরে সেখানে গিয়ে দেখি দরজা ভেতর থেকে বন্ধ আর দরজার নিচ থেকে হু হু করে গড়িয়ে আসছে টাটকা তাজা রক্ত! আমরা অনেকবার দরজা ধাক্কালাম কিন্তু কোন সারা পেলাম না!অগত্যা ধাক্কাধাক্কি করে দরজা ভাঙলাম...ঘরে ঢুকে দেখি ঘরের মেঝে থৈ থৈ করছে রক্তে আর

তার মাঝে অচেতন হয়ে পড়ে আছে ইরা। ওর সারা গায়ে রক্ত লাগা আর ওর চারপাশে গোল করে সাজানো পাঁচটা রক্তাক্ত নরমুন্ড। সেই প্রথম রাত; পরের দিন সকালবেলা বহু জিজ্ঞেস করার পরও ইরা কিছু মনে করতে পারল না। শুধু বারবার জিজ্ঞেস করল নরমুন্ডগুলো কোথায়? আমি যখন বললাম ওগুলো ফেলে দিয়েছি ওর মুখের ভাবটা এমন হলো যেন তৎক্ষণাৎ আমাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে। যাই হোক এরপর বেশ কিছুদিন নির্বিঘ্নে কাটল। ওকে ডাক্তার বদ্যি, সাইকোলজিস্ট সবই দেখালাম। সবাই দেখে শুনে বলল ও নাকি সব দিক থেকেই সুস্থ আছে।

কিন্তু ওই ঘটনার দিন সাতেক পর আবার সেই এক ঘটনা, তবে এবার আর দরজা খুলতে পারলাম না। মনে হল কোন এক অদৃশ্য শক্তি দরজাটা উল্টো পিঠে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সারারাত দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে শুনলাম সেই ভয়ানক জন্তুর দানবীয় চিৎকার। তারপর সকালে যখন দরজাটা নিজে নিজে খুলল তখন ভিতরে ঢুকে দেখি ও তেমনি অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে.... চারিদিকে রক্ত তবে এবারে আর নরমুন্ডগুলো নেই। তারপর এই দুমাস বহুবার এমন বহুবার ঘটেছে,অনেককে দেখিয়েছি, অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু কিছুতেই কিছু লাভ হয়নি। সুতরাং আপনিই এখন আমার শেষ আশা। একমাত্র আপনিই পারেন আমার মেয়েটাকে বাঁচাতে!"- সব্যসাচী বাবুর কন্ঠে কাতর মিনতি।

-"আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করব সব্যসাচীবাবু।আমি আমার সবটা দিয়ে চেষ্টা করব তবে আর কিছুদিন আমার সময় লাগবে কোন পদক্ষেপ নেওয়ার আগে। আর একটা কথা আমরা কেন ছদ্মবেশে আছি সেটা কিন্তু এখনো বললেন না।ইরা চায় না ওকে কেউ

সারাতে আসুক বা আদতে ও মনেই করে না যে ও অসুস্থ! এটাই কি আমাদের ছদ্মবেশে থাকার আসল কারণ?"

সব্যসাচী বাবু এই প্রশ্নের উত্তরে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর চারিদিকে একবার চেয়ে শান্তস্বরে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললেন-" সেটা একটা কারণ তবে আর একটা কারণও আছে ফাদার।এর আগে স্থানীয় বেশ কয়েকজন ওঝা পাদ্রীকে দিয়ে ওকে সারাবার চেষ্টা করেছিলাম... ও তো ঠিক হয়ই নি কিন্তু এর ফল হয়েছে ভয়ঙ্কর! প্রত্যেকবারই ওকে সারাতে যারা এসেছে দিন সাতেকের মধ্যেই তারা ভারী অদ্ভুতভাবে মারা গেছে। তাদের ক্ষত-বিক্ষত মুন্ডুহীন শরীর উদ্ধার হয়েছে বিভিন্ন জায়গা থেকে। আপনাদের আগে থেকে এইসব বললে আপনারা ভয় পেয়ে যেতেন,এখানে আসতে চাইতেন না। তাই বলিনি... পারলে আমায় ক্ষমা করবেন।"

সব্যসাচী বাবুর কথা শুনে আমাদের সবারই খাবার খাওয়া থেমে গেছে। আমরা সবাই একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। এক মুহূর্তের জন্য আমাদের সবার ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমার পেটের ভেতরটা চুপসে গেল।মুখে আর কিছু তুলতে ইচ্ছে করলো না... আমাদের আতঙ্কিত মুখ দেখে শান্তকণ্ঠে ফাদার বললেন- "তোমাদের এত চিন্তা করতে হবে না। মনে রেখো প্রভু যীশু যখন আমাদেরকে এত দূর টেনে এনেছেন তার নিশ্চয়ই কোন না কোনো কারণ আছে!আমাদের কিচ্ছু হবে না! হতেই পারে না!"

ফাদারের আশ্বাসবাণী শুনে আমরা সবাই আবার নিস্তব্ধ হয়ে খেতে শুরু করলাম শুধু শুনলাম পুনরায় খাওয়া শুরু করার আগে

ছোট সর্দার একটা বড়োসড়ো হেঁচকি তুলে আপন মনেই বললো- -"ক্ষতবিক্ষত মুণ্ডুহীন শরীর!!!মাই গুডনেস!!!"

(৭)

■"খোনসুর বিগ্রহ"

পরের দিন সকালবেলা ডাইনিং টেবিলে বিশেষ কথাবার্তা হলো না।তার প্রধান কারণ অবশ্য ইরা স্বয়ং। ইরা আমাদের সাথে খেতে বসেছিল,ওর পাশে বসেছিল শিলা, তার পাশে এক এক করে আমরা। ডাইনিং টেবিলে বসে এক হাতে খেতে খেতে অন্য হাত দিয়ে পুরো খাবার সময়টা ধরে সমানে মোবাইলে খুটখুট করে গেল ইরা।কারুর সঙ্গে কোনো কথা বলা তো দূর ওকে দেখে মনে হলো যে আমাদের কোন অস্তিত্বই ও টের পাচ্ছে না। মেয়েটির এইরকম অভদ্র আচরণও কি ওর অসুখের ফলেই নাকি অন্যকে অপমান করাটা ওর সহজাত প্রবৃত্তি!

যাইহোক গতকালের ঘটনার পর সব্যসাচী বাবু থেকে শুরু করে ফাদার গডসন, কেউই ডাইনিং টেবিলে মুখ খুললেন না। প্রায় নিস্তব্ধ

ভাবেই প্রাতরাশের পর নিজের ঘরে একবার গেল ইরা।সেখান থেকে কিসব একটা ব্যাগে পুড়ে নিয়ে কাউকে কিছু না বলেই বাড়ির থেকে বেরিয়ে গেল ও।এদিকে আগের দিনের প্ল্যান মতই খাওয়া দাওয়ার পরে আমরা গেলাম সব্যসাচীবাবুর নিলাম ঘরে ওনার এন্টিক এর কালেকশন দেখার জন্য।একটা বিশাল হলঘর... যেখানেই চোখ যায় বড় ছোট মূর্তি,কারুকাজ করা কফিন, অদ্ভুত সব গলার হার, ব্রেসলেট, কানের দুল ইত্যাদিতে ভরা।

-" এর মধ্যে অধিকাংশই নিলামে উঠবে। নিলামে ওঠার আগে জিনিসগুলোকে এই ঘরে রাখা হয়।"-বললেন সব্যসাচিবাবুর।

তারপর একে একে আদর্শ ট্যুর গাইডের মতোই ভদ্রলোক একটা একটা জিনিসের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। বিভিন্ন প্রাচীন মন্দিরের অবশেষ থেকে পাওয়া সূর্য দেবতা রা এর বেশ কিছু মূর্তি, বেশ কিছু ফ্যারাওয়ের মমির সাথে দেওয়া দামি জিনিসপত্র।একটা আস্ত কারুকাজ করা মমি রাখার কফিন অর্থাৎ সার্কোফ্যাগাস(যা দেখে ছোট সরদারের মুখ এমন হা হয়ে গেছিল যে একটা মশা ওনার হাঁ করা মুখের মধ্যে বার তিনেক চক্কর মেরে এসেছে)।এছাড়াও প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সময়ে ব্যবহৃত অপূর্ব সব গলার হার, ব্রেসলেট,মুখোশ, কানের দুল।সে সংগ্রহ নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। সুন্দর প্রাচীন মিশরীয় কায়দায় তৈরি একরকমের ছোট ছোট পুতুলের সামনে দাঁড়িয়ে ছোটসর্দার বলেছিলেন -"এগুলো তো দেখছি ডল পুতুল ভায়া! একটা আমার মেয়ের জন্য নিয়ে গেলে হয় না?"

ওনার কথা শুনে ফাদার মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন-" ওগুলো

কোন সাধারণ পুতুল নয় ছোট সরদার! ওগুলোকে বলে শ্যাবটি। প্রাচীন মিশরে ফ্যারাওদের মৃত্যুর পর তাদের মৃতদেহ যখন পিরামিড রেখে আসা হতো তখন ওই পিরামিড এর মধ্যেই এরকম অনেকগুলো পুতুল রাখার চল ছিল। মিশরীয় বিশ্বাস, মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে এই পুতুলগুলো নাকি ফ্যারাওদের দাসের কাজ করতো!কি ঠিক বলছি তো সব্যসাচী বাবু?"

-'একদমই ঠিক!"-সব্যসাচী বাবু ঘাড় নাড়লেন।

-" এই এক একটা শ্যাবটি নিলামে উঠলে ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় কয়েক কোটি টাকায় বিক্রি হবে...বুঝলেন প্রবীর বাবু!"

-"কয়েক কোটি! মাই গুড নেস!আমার মেয়ের জন্য এমনি ডল পুতুলই তাহলে ঠিক আছে!"-ছোট সর্দার বিস্মিত ভাবে বললেন।

-"আচ্ছা এবার কি আমরা ইরার ঘরটা একটু দেখতে পারি?ওর ঘরটা ওর অনুপস্থিতিতে একবার অন্তত দেখার প্রয়োজন ছিল।"-কথাটা বললেন ফাদার।

-"হ্যাঁ নিশ্চয়ই! ওর ঘরের তালার একটা চাবি আমি চুপিচুপি বানিয়ে রেখেছি। চলুন আপনাদের ওখানে নিয়ে যাচ্ছি।"-সব্যসাচিবাবু আমাদের নিয়ে দোতলায় উঠে গেলেন।প্রসঙ্গত আমরা সকলেই এখন থাকছি এক তলায়।আমি ও পূরবী এক ঘরে, অতিন ও ছোট সর্দার এক ঘরে, ফাদার অবশ্য নিজের জন্য একটি সম্পূর্ণ আলাদা ঘর নিয়েছেন এবং শিলা থাকছে সব্যসাচীর বাবুর স্ত্রী এর সঙ্গে এক ঘরে।এর মধ্যে আমাদের সবারই ঘর একতলায় শুধু শীলার ঘরটাই দোতলায় ইরার ঘরের পাশে।

দোতালায় ইরার ঘরটা খোলার পর আরও একবার চোখের তাক লাগার অবস্থা!হলঘরে থেকে আয়তনে প্রায় অর্ধেক এই ঘরের চারিদিকে ডাই করা বিভিন্ন সব অ্যান্টিক জিনিস।ঘরের দেওয়ালে ঝুলছে রং বেরং এর বিভিন্ন আঞ্চলিক সব মুখোশ, অদ্ভুত সব পাথর দিয়ে তৈরি বিভিন্ন গলার হার,তাবিজ, কানের দুল। এদিক সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ছোট ছোট সব মূর্তি,কারুকার্য করা বাক্স, বিভিন্ন কাঁচের তৈরি ফুলদানি আরো যে কত কিছু তা ঠিক গুনে হিসাব করা যায় না!

-"বাপরে!এটা তো আর একটা নিলাম ঘর!"-এই এতক্ষণে প্রথম কথা বলল অতিন। ওর মনটা আজ সকাল থেকেই খারাপ। এর মধ্যে শীলার সঙ্গে ওর ঝগড়াটা তো মেটেই নি বরং কাল রাতে শুতে যাওয়ার আগে আরও এক দফা হয়েছে। সুতরাং আজ সকাল থেকেই দুজন দুজনের দিকে তাকাচ্ছেও না পর্যন্ত!

-"বাঃ! এই মূর্তি টা তো বেশ সুন্দর!"- ইরার ঘরের বিছানার পাশে রাখা ড্রেসিং টেবিলের উপর থেকে একটি মূর্তি হাতে তুলে নিলাম আমি।কাঠের তৈরি প্রায় অর্ধেক হাত উচ্চতার মূর্তিটি সম্ভবত প্রাচীন মিশরীয় কোনো দেবতা বা ফ্যারাও এর।মূর্তির মানুষটির পিছনে লম্বা চুলের বেনুনি, গালের নিচে মিশরীয় কায়দায় লম্বা করে রাখা দাড়ি, মানুষটি দুহাতে ধরে আছে দন্ড টাইপের কিছু,মানুষটির মুখে একটা অনির্বচনীয় ভাব! শুধুমাত্র শিল্পকর্ম হিসেবেই মূর্তিটি অনবদ্য!

-"ওঃ! এই মূর্তিটি... এটাতো প্রাচীন দেবতা খোনসুর মূর্তি। এক কালে এই মিশরে সূর্যদেবতা 'রা' এর পরেই প্রধান আরাধ্য দেবতা ছিলেন এই খোনসু।ইনি মূলত আরোগ্যের দেবতা। এই মূর্তিটি

আড়াই মাস আগে আনা,খুব এটা সম্ভবত রামেশিয়াম মন্দির থেকে পাওয়া...ইরার এটা খুব পছন্দ।যেদিন থেকে এটা এনেছি ও নিজের কাছে রেখে দিয়েছে...এমনিতে ঝগড়া করলে কি হবে,আমার কালেকশান থেকে এটা ওটা দখল করাতে ও এক্সপার্ট!ও নিজেই এটা নিলাম করতে দেয়নি! যদিও নিলাম করলে মূর্তিটার প্রচুর দাম উঠতো!"- কথাগুলো বললেন সব্যসাচী বাবু।

-"রামেশিয়াম!! বলেন কি মশাই এই মিশরেও রামের মন্দির!"- মুখে একটা অদ্ভুত ভঙ্গি নিয়ে প্রশ্নটা করলেন ছোট সরদার।

-"আরে না না!রামেশিয়াম রামের মন্দির নয়!"-হাসতে হাসতেই কথাটা বললেন সব্যসাচী বাবু।

-"বহুকাল আগে মিশরের বিখ্যাত ফ্যারাও দ্বিতীয় রামেসিস এই মন্দিরটা তৈরি করেন।মন্দিরটার প্রধান দেবতা ছিলেন খোনসু তবে অন্য দেব-দেবীরও বহু বিগ্রহ ওখান থেকে পাওয়া গেছে। যাই হোক ওই রামেসিস এর নাম থেকেই মন্দিরের নাম রামেশিয়াম!বুঝলেন?"

ঠিক এই সময় একটা কান্ড ঘটল। ফাদার আমার হাত থেকে মূর্তিটা নিলেন এবং মূর্তিটা হাতে নেওয়া মাত্র ওনার হাতটা এমনি কেঁপে উঠল যে আমি না ধরলে আরেকটু হলে মূর্তিটা পড়েই যাচ্ছিল! আমি যখন ওটা পুনরায় ওনার হাতে দিতে গেলাম তখন উনি অদ্ভুত একটা কন্ঠে আমায় বললেন -"থাক! দরকার নেই। ওটা যেখানের জিনিস সেখানে রাখো।আর কেউ এ ঘরে কোন জিনিসে হাত দেবেনা।"

-"কেন ফাদার?"-আমি জিজ্ঞেস করলাম।

-"কেন আবার! হাত থেকে পড়ে ভেঙে টেঙে যেতে পারে।এই যেমন আমার আর একটু হলে হচ্ছিল। যাইহোক মূর্তিটা কিন্তু সত্যিই সুন্দর।অতিন তোমার কাছে তোমার মোবাইলটা আছে না? এই মূর্তিটার ভালো করে ছবি তুলে নাও তো। সব কটা দিক থেকে তুলবে।ভারী সুন্দর মূর্তি... ছবিগুলো তোলা হলে আমায় পাঠিয়ে দিও সময় করে!"

-"ঠিক আছে ফাদার!"- ফাদার এর কথা মতোই বিভিন্ন দিক দিয়ে মূর্তির ছবি তুলতে শুরু করল অতিন।সেই ফাঁকে আমরা আর একটু এদিক ওদিক এ জিনিস সে জিনিস দেখলাম। তারপর অতি সন্তর্পনে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে ঠিক যেমন চুরি করার পর অতি সন্তর্পনে পালায় চোর।

-"কি বুঝলেন ফাদার? আমার মেয়েটাকে সারানো যাবে তো?"- ঘরের তালা লাগাতে লাগাতে সব্যসাচীবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

-"দেখুন আমি আমার সম্পূর্ণটা দিয়ে চেষ্টা করছি। বাকিটা ঈশ্বরের হাতে। তবে আপনার মেয়ে যে তার পিএইচডি রিসার্চে অনেক দূর এগিয়েছে এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।এ ঘরে এমন অনেক জিনিসই আছে যা কোনো সাধারন মানুষ জেনে বুঝে তার ঘরে রাখবে না!"- একটু থামলেন ফাদার,শিলার দিকে একবার তাকালেন। তারপর বললেন -"বলছিলাম কাল সকালে ভাবছিলাম গিজার পিরামিডটা দেখতে যাব... সকাল সকাল গেলেই ভালো।আপনি ব্যবস্থা করতে পারবেন?"

-"কালকেই যাবেন! ঠিক আছে... না ব্যবস্থা করার কিছুই নেই! তবে আমার কাল একটা জরুরী অ্যাপোয়েন্টমেন্ট আছে।সুতরাং

আমি আপনাদের সঙ্গে যেতে পারবো না। যাই হোক আমার ড্রাইভার ইউসুফ আপনাদের নিয়ে যাবে।তবে ও কিন্তু বাংলা একদম বোঝে না এটাই প্রবলেম।"

-'তাতে কোন অসুবিধা নেই আমরা কাজ চালিয়ে নেব। তাহলে ওই কথাই রইল আমরা সবাই কাল সকালবেলা গিজার পিরামিড দেখতে যাচ্ছি!"-কথাটা বলেই সবার দিকে একবার তাকালেন ফাদার।

সবারই মুখ তখন আনন্দে উজ্জ্বল!বিশেষ করে আমার স্ত্রী পূরবীর!কাল রাতে ও আমাকে গিজার পিরামিডটা দেখতে যাবার কথা বলছিল,জবাবে আমি বলেছি এখানে আমরা সবাই একটা কাজে এসেছি ঘুরতে নয়! আমার এই উত্তর শুনে আমায় মুখ ভেংচে পিঠের মধ্যে একটা রাম চিমটি কেটে তিনি ওপাশ ফিরে সারারাত ঘুমিয়েছেন।আর এখন স্বয়ং ফাদারের মুখে এই কথা শুনে তিনি আমার দিকে বারবার তাকাচ্ছেন এবং মৃদু কটাক্ষ করছেন। তার মুখের ভাবখানা ঠিক এইরকম-'হাতি ঘোড়া গেল তল মশা বলে কত জল!"

হা ঈশ্বর প্রাচীন মিশরীরা তো কত রহস্যেরই সমাধান বের করেছিল কিন্তু তারা স্ত্রীজাতির মন বোঝার কোনো উপায় বের করতে পেরেছিল কি???

(৮)

■জিভে জট~২

–"টিপুর টুপি টুপুর টাকে, টুপুর টাকা টিপুর ট্যাকে! এইটা কিন্তু আমার বেশ পছন্দ হয়েছে।"– কথাটা বলল পূরবী।

আমরা সকলেই এখন গাড়িতে। বলাই বাহুল্য গিজার পিরামিড দেখতে যাওয়ার আগের দিনের প্ল্যান মতই আমরা বেরিয়ে পড়েছি। আমাদের এখন ড্রাইভ করে নিয়ে যাচ্ছে সব্যসাচীবাবুর ড্রাইভার ইউসুফ। কাল রাত পর্যন্ত ঠিক ছিল যে ফাদার আমাদের সঙ্গেই আসছেন।এই কায়রোতেই ওনার নাকি পূর্ব পরিচিত কোন এক বন্ধু থাকেন, তার সাথে ওনার হঠাৎ করেই আজ সকাল বেলায় ফোনে কথা হয়েছে। সেই বন্ধুর বাড়িতে আজ নাকি ওনাকে যেতেই হবে। উনি বেরিয়ে গেছেন আমাদের আগে। ওনার বন্ধুর গাড়ি ওনাকে নিতে এসেছিল।বেড়াবার আগের উনি হাসিমুখে সবাইকে বলে গেলেন–" আমি যাচ্ছি না বলে একদম দুঃখ করোনা!আমার কিন্তু গিজার পিরামিড আগে বহুবার দেখা! তোমাদের কাউকেই আগে বলা হয়নি আমার জীবনের পাঁচটা বছর কিন্তু এই কায়রো শহর এই কেটেছে। সুতরাং আমার জন্য দুঃখ করার কোনো কারণ নেই। মন দিয়ে ঘুরো,মজা করো,ও হ্যা শিলা বেস্ট অফ লাক!"

ফাদার শিলাকে কেন বেস্ট অফ লাক বলে গেলেন তার মর্মোদ্ধার আমি এখনো করতে পারিনি। যাই হোক আপাতত

গাড়িতে আবার সবাই সেই টাং টুইস্টার ওরফে জিভে জট নিয়ে মেতে উঠেছে। আমিও অবশ্য তাদের মধ্যে ব্যতিক্রম নই।

-"কেন ওইটাও খুব ভালো। ওই যে... ওইটা কি যেন...হ্যাঁ হ্যাঁ... 'লালু রেলে লেরো বেচে'।ওঃ জিভ পুরো পেঁচিয়ে একাকার হয়ে যায়!"-কথাটা বললাম আমি।

-"না মশাই এতগুলো জেনে লাভ নেই! আমি ওই একটাই কি যেন.. তাকে কাক টাকে কাপ..না না তাকে তাক কাকে কাপ ধুত্তরি ওই যেটা অতিন সেদিন বলেছিল সেটা উদ্ধার করতেই পারছি না তার ওপর আবার এতগুলো!"- নিজের উপরেই বিরক্ত হয়ে বললেন ছোট সরদার।

-"তবে অতিন মানতেই হবে।এই যে তুমি এগুলো কালেকশন করেছো, তার জন্য কিন্তু তোমায় বড়সর কুর্নিশ ভায়া!"- আমি বললাম।

-"হু হু কে করেছে দেখতে হবে তো! নান আদার দেন অতিন চাটুজ্জে!যত কঠিন জিভে জটই হোক না কেন নির্দ্বিধায় আমি বলে দিতে পারব!"-অতিনের কন্ঠে আগের বারের মত একটা চাপা অহংকার।

-"তাই বুঝি!"- এই এতক্ষণে প্রথমবার কথা বলল শিলা। গাড়িতে ওঠা থেকে ও কি একটা জিনিস নিয়ে যেন চুপচাপ ভেবেই চলেছে। মাঝে মাঝে কি সব ফিসফিস করছিল বলেও মনে হল।

-"না তো কি! যেকোন জীভে জট আমি তুড়ি মেরে বলে দেব!"

-"আচ্ছা এত ওভার কনফিডেন্স?"-শিলার ভ্রূকুঞ্চিত হলো।

-"একদম!যারা লুকিয়ে লুকিয়ে কাজ করে তাদের এটা থাকে না!" -অতিনের গলায় কি ব্যঙ্গের সুর!

"তাহলে এটা স্পিডে বল দেখি-রণে রানী লড়ে লনে নারী নড়ে!

শিলার দেওয়া জিভে জটটা শুনে আমার নিজেরই মাথাতে জট লেগে গেল। কি সব!রনে রানী..লনে নারী! মারাত্মক!!! ছোট সরদার তো বলেই ফেললেন -"রণে রানী... লনে নারী...ওঃ মাই গুড নেস!এটা একটা জিভ দিয়ে উচ্চারণ করা সম্ভব??"

অতিনও কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই পারল না। তার পর কিছুক্ষণ চুপ থেকে ও চাপা স্বরে বলল-"যে এটা দিয়েছে সে নিজেও এটা পারবে না আমি শিওর!"

শিলার গলায় একটা মৃদু হাসি শোনা গেল। তারপর হঠাৎ করেই আমাদের প্রায় সকলকে চমকে দিয়ে পুরো মন্ত্রের বুলির মতো মারাত্মক স্পিডে শিলা বলে যেতে লাগলো -"রণে রানী লড়ে,লনে নারী নড়ে!" নির্ভুল স্পষ্ট উচ্চারনে,একবারও না আটকে।ও যখন থামলো অতিনের মুখটা আবার আগের মতো চুপসে গেছে আর আমাদের সবার মুখ হা হয়ে গেছে বিস্ময়ে!

পরবর্তী রাস্তাটুকু আর কোনো কথা হলো না কারণ ইতিমধ্যেই গাড়ির কাচ পেরিয়ে আমাদের চোখে ধরা দিতে শুরু করেছে মিশরের অন্যতম আকর্ষণ গিজার পিরামিড!!!

(৯)

■"দি আর্ট অফ হেকা"

গিজার পিরামিড দেখতে গিয়ে একটা কান্ড বাঁধালো শিলা।আমরা যখন সবাই গাড়ি থেকে নেমে প্রায় পিরামিডের কাছাকাছি চলে গেছি ঠিক সেই সময় পূরবী খেয়াল করল শীলা নেই! এদিকে পিরামিডের চারপাশে প্রচুর টুরিষ্ট সবাই গাদা গাদা ছবি,সেলফি তুলছে...এর মধ্যে শিলা গেল কোথায়? আর দুম করে এমন গায়েব হয়ে যাওয়ার মেয়ে তো শিলা নয়!

খোঁজ খোঁজ খোঁজ! নাঃ কোথাও শিলা নেই! এদিকে আমাদের টেনশন বাড়ছে..শিলার যদি ভালো মন্দ কিছু একটা হয়ে যায় তাহলে! অতীনের মুখেও আস্তে আস্তে জমাট বাঁধছে উত্তেজনার ছাপ। যদিও ও সেটাকে লুকাতে চেষ্টা করছে প্রাণপণে এবং সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হচ্ছে।

যখন আমরা 'শিলা কি কিডন্যাপ হয়ে গেল?','ও কি হারিয়ে গেল?'ইত্যাদি চিন্তায় প্রায় অস্থির ঠিক সেইসময় দেখি সামনের ভিড় ঠেলে হাসতে হাসতে আসছে শিলা এবং শিলার সঙ্গে আরেকটি মেয়ে! আরে কী আশ্চর্য! এ যে ইরা! ইরা এখানে!

ওরা সামনে এলে যা জানা গেল সেটা অনেকটা এরকম-শিলা পিরামিডের অন্য দিকটা দেখবে বলেই উল্টো দিকটায় যাচ্ছিল...

কখন যে দলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে খেয়াল করেনি!যখন খেয়াল করেছে তখন ওর প্রায় প্রাণ যায় অবস্থা। ঠিক সেই সময় ভিড়ের মধ্যে ও ইরাকে দেখতে পায়, তারপর ইরার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ও প্রায় হাউ মাউ করে কেঁদে ফেলে।ইরা অবশ্য অনেক শ্রাদ্ধ শান্তি করে ওকে থামিয়েছে, এখন যদিও দুজনের মুখেই হাসি।

-"আপনারা বোধহয় আজকে পিরামিড দেখতে এসেছেন। চলুন আমি ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদের।"-ইরার গলার স্বর অদ্ভুত নরম।

ওর ব্যবহারে আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম। আমার যেন বিশ্বাস করতেই ইচ্ছে করছিল না যে এই মেয়েটাই প্রথম দিন আমাদের সাথে এমন খারাপ ব্যবহার করেছিল! তাহলে কোনটা আসল ইরা?প্রথম দিনের জন নাকি আজকের জন?

-"পারলে আপনারা আমায় ক্ষমা করবেন।সেদিনের ঘটনার জন্য আমি ভীষণ দুঃখিত। আসলে বাপির সামনে আমি আমার মাথার টেম্পার একদম ঠিক রাখতে পারি না।আপনারা তো দেখলেনই সেদিনকে বাপি আর আমার মধ্যে একদমই জমে না। যাই হোক তবে সেদিন আপনাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করাটা সত্যিই উচিত হয়নি।"- ইরার কন্ঠে বিনয়ের সুরম

-"না না সে ঠিক আছে! আমরা কিছু মনে করিনি ভাই।"- হেসে বলল পূরবী।

এরপর ইরা আমাদেরকে পিরামিডগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালো।গিজাতে তিনটে বড় বড় পিরামিড আর এক পাশে পরপর তিনটি ছোট পিরামিড। বড় গুলো যথাক্রমে ফ্যারাও খুফু(khufu),খাফরে(khafre) ও মেনকর(menkaure) এর।আর ছোট

তিনটি পিরামিড ফ্যারাও খুফুর তিন রানীর।ওঃ জ্বলন্ত সূর্যের নীচে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা সেই পিরামিডগুলো দেখে সত্যিই বুকটা আনন্দে ভরে গেল।

ঘুরতে ঘুরতেই শিলা হঠাৎ প্রশ্ন করল-"আচ্ছা কাকুর কাছে শুনছিলাম তুমি নাকি ম্যাজিক নিয়ে পড়াশোনা করছো ইরাদি?"

-"ম্যাজিক নয় ঠিক! প্রাচীন মিশরীয় ম্যাজিক, ব্ল্যাক ম্যাজিক, উইচ ক্রাফট ইত্যাদি!"

-"এইসব ম্যাজিক ট্যাজিক আদৌ হয়?"- অতিন জিজ্ঞেস করল।

-"অনেকেই বিশ্বাস করে হয় না কিন্তু আসলে হয়! অ্যাটলিস্ট নিজের চোখে না দেখার আগে পর্যন্ত তো আমিও বিশ্বাস করিনি! কিন্তু এখন করি এবং তোমরা হয়তো বিশ্বাস করবে না একটু আধটু ম্যাজিক আমি নিজেও শিখেছি!"

-"তাই নাকি? কি রকম?"-পূরবীর কন্ঠ কৌতুহলী।

-"আসলে প্রাচীন মিশরে ম্যাজিক বলতে যেটা প্রচলিত ছিল সেটা ঠিক আজকের দিনে মঞ্চে দেখানো হাতের খেলা, চোখের ভুল কিংবা এস্কেপ টাইপের ম্যাজিক না সেগুলো ছিল যাকে বলে আসল জাদু! প্রাচীন মিশরের জাদুকে বলা হতো "হেকা"।হেকা যেমন ছিলেন জাদুর দেবতা তেমন এই জাদুর পদ্ধতিরও নাম ছিল "দি আর্ট অফ হেকা"। প্রাচীন মিশরীয়রা প্রায় দৈনন্দিন জীবনে সব কাজেই এই হেকা ব্যবহার করত।তা সে রান্না করা হোক, কাপড় ধোয়া হোক অথবা বিনোদন! প্রাচীন মিশরীয় প্রচুর লেখায় এইরকম জাদুর উল্লেখ পাওয়া যায়! আর কোন জিনিসকে মন্ত্রপুত করে

ব্যবহার করায় প্রাচীন মিশরীয়রা ছিল যাকে বলে এক্সপার্ট। এই যেমন এমন একটা ফুলদানি যাতে ফুল রাখলে এক মাস জল ছাড়াই ফুল তাজা থাকবে, এমন একটা আয়না যা খারাপ কিছু ঘটবার আগে বিকৃত মুখ দেখায় কিংবা এমন একটা চাবি যা দিয়ে সব রকম তালা আটকানো যায় কিন্তু খোলা যায় না!ওঃ কত রকমের মন্ত্রপুত জিনিস নিয়ে যে আমি কাজ করেছি তার কোন হিসেব নেই!"

-"আর কালোজাদু!সেগুলো কিরকম?"- শিলার প্রশ্ন।

-"কালো জাদু ব্যবহারেও প্রাচীন মিশরীয়রা ছিল সিদ্ধহস্ত। মূলত এই ম্যাজিকের সঙ্গে অশুভ শক্তি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকার জন্যই এগুলোকে ব্ল্যাক ম্যাজিক বা ডার্ক আর্টস বলা হতো। মূলত তিন রকমের কালো জাদু সব থেকে বেশি প্রচলিত ছিল প্রাচীন মিশরে। সেগুলো হলো জিন্স(jinx),হেক্স(hex) ও কার্স(curse)। এদের মধ্যে জিন্স ও হেক্স মূলত প্রাণহানিকর না হলেও ক্ষতিকারক ছিল। মূলত কোন বস্তুকে পিশাচসিদ্ধ করতে বা কোন অশুভ শক্তির সাধনার কাজে ব্যবহার করতে সেগুলোকে জিংসড বা হেক্সড করা হতো। তবে সব থেকে মারাত্মক হল কার্স। এই কার্স যে শুধুমাত্র মানুষকে মেরে ফেলতে পারে তা না বরং জাগিয়ে তুলতে পারে কোনো অশুভ শক্তিকে,শেষ করে দিতে পারে প্রজন্মের পর প্রজন্ম পারে এমনকি মিশরীয়রা এমন সব কার্সও জানত যেগুলো এক একটা সভ্যতা ধুলিস্যাৎ করে দিতে পারে! আর ছিল স্পেল যাকে বলে মন্ত্র... একটা জিনিস কি জানো এই যে কানের দুলটা তুমি পড়ে আছো এটার মূল উদ্ভবও কিন্তু আসলে প্রাচীন মিশরে!"

-"সত্যি সত্যি?"

-"একদমই তাই যেহেতু প্রাচীন মিশরে প্রচুর কালো জাদুর ব্যবহার হতো ফলে কালো জাদুর হাত থেকে বাঁচার জন্যই ওরা বিভিন্ন রকম মাদুলি তাবিজ ইত্যাদি ব্যবহার করত। প্রাচীন মিশরীয়দের ধারণা ছিল যে মানুষের কান হলো শরীরের সবথেকে সংবেদনশীল জায়গা যেখান দিয়ে খুব সহজেই অশুভ শক্তি শরীরে প্রবেশ করতে পারে! তাই তারা কানে ফুটো করে এক রকমের মন্ত্রপুত তাবিজ পড়তো যাতে এই সব অশুভ শক্তি দূরে থাকে! পরে এগুলোই সাধারণ কানের দুল আকারে বিভিন্ন দেশে জনপ্রিয় হয়!"

-"মাই গুডনেস!!! ম্যাজিক দিয়ে এত কিছু করা যেত!"- ছোটসর্দার অবাক হয়ে বলল।

-"একদমই তাই প্রবীর বাবু। এত কিছু করা যেত!"

-"আচ্ছা ইরাদি, জাদু দিয়ে কারুর রাগ ভাঙ্গানো যায়?"- হঠাৎ এই প্রশ্ন করে শিলা।

-"রাগ ভাঙ্গানো... মানে কার রাগ ভাঙ্গাবে?"

-"আসলে অনেকেই বিনা কারণে রাগ করে থাকে তো তাই জিজ্ঞেস করছিলাম রাগ ভাঙ্গানোর কোন জাদু আছে কিনা?"- অতিনের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে কথাটা বলে শিলা।

কিন্তু কি অদ্ভুত! শিলার মজা করে বলা কথাটা হঠাৎই ইরাকে চুপ করিয়ে দেয়! ওকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে যায় কোন চিন্তার সাগরে! কিছুক্ষণ অদ্ভুত ভাবে চুপ করে থাকে ইরা।এরপর অদ্ভুত নরম স্বরে

বলে-"সব সময় সবাই অকারণে রাগ করে না শীলা, অকারণে রাগ করে না...রাগ করার কিছু কারণ থাকে। আর আমি যতদূর জানি এই পৃথিবীতে রাগ ভাঙাবার একটাই মাত্র জাদু আছে! একটাই মাত্র জাদু! আর তার নাম হলো ভালোবাসা!!!"

(১০)

■শয়তানের খেলা শুরু

দেখতে দেখতে সাত দিন কেটে গেল। যে সপ্তাহের শুরু হয়েছিল এত আনন্দ দিয়ে সেই সপ্তাহ যে এরকম বীভৎস ও হাড় হিম করা রাতের মধ্যে দিয়ে শেষ হবে তা ভাবতেই গায়ে কাঁটা দেয়।যাইহোক বলছি যখন প্রথম থেকেই বলি।সেদিনের পিরামিডের ঘটনার পর থেকেই ইরার সঙ্গে আমাদের বেশ ভাব হয়ে যায়। সব্যসাচীবাবুর সামনে ছাড়া ও আমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহারই করে।এদিকে শিলার সঙ্গে ইরার এখন প্রায় গলায় গলায় ভাব। শিলা আমাদের থেকে ইরার সঙ্গেই সময় বেশি কাটায়।এতে অবশ্য আমরা খুব খুশি হলেও একজন ভীষণ ক্ষিপ্ত আর সে হলো স্বয়ং অতিন! শিলা যে ওকে পাত্তা না দিয়ে এভাবে ইরার সঙ্গে বন্ধুত্ব জমিয়ে তুলেছে,এতে ও ভিতরে ভিতরে খুব রেগেছে। ওদের ঝগড়া যে কোথায় শেষ হবে তা কে জানে!

আমি, পূরবী, ছোট সরদারও দিব্যি আছি। শুধু একজন মানুষই এই এক সপ্তাহে সব থেকে অস্থির হয়ে উঠেছেন।তিনি হলেন ফাদার,এই সপ্তাহে অধিকাংশ দিনই সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন সকালে,ফিরেছেন মধ্যরাতে,প্রত্যেকদিনই যাওয়ার সময় বলে গেছেন উনি নাকি সেই পুরনো বন্ধুর বাড়িতে যাচ্ছেন ।এই এক সপ্তাহের ওনার ব্যবহারও ভীষণ অসংলগ্ন মনে হয়েছে। প্রায় কি একটা নিয়ে চিন্তা করেন।একদিন হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন -"আচ্ছা মাস্টারমশাই এটা অদ্ভুত না যে এই বিগত আড়াই মাসে কায়রোতে প্রায় কুড়ি জন এর কাছাকাছি মানুষ অদ্ভুত ভাবে খুন হয়েছে!"

-হ্যাঁ কিন্তু এ খবর আপনি কোথায় পেলেন?

-কোথায় পেয়েছি সেটা বড় কথা নয় পেয়েছি সেটাই আসল।আরো অদ্ভুত কথা সবকটাই মুণ্ডুহীন লাশ পাওয়া গেছে। কথা হচ্ছে নরমুণ্ডগুলো যাচ্ছে কোথায়? কোন racket? কোন সিরিয়ালকিলার?নাকি আমি যা সন্দেহ তাই!"

-কি সন্দেহ করছেন আপনি?

-বলবো বলবো... বলতে তো হবে।আরও একটা জিনিস আমার খুব ভাবাচ্ছে জানো মাস্টার!

-কি ব্যাপার?

-ইরা বিগত আড়াই মাস ধরে তার প্রেমিক এর সাথে একবারও দেখা করেনি! অথচ তার প্রেমিকের দাবি এই ইরাই নাকি ওর সাথে এক মুহূর্ত কথা না বলে থাকতে পারতো না। অবাক তাই না!

-আপনি ইরার প্রেমিকের সাথে..

-হ্যা মাস্টার মশাই..অনেককটা অংক মাথায় একসঙ্গে চলছে। প্রায় সমাধান এর কাছাকাছি চলে এসেছি কিন্তু একটা সূত্র,সেই একটা সূত্র কোনভাবে মিলছে না! সেই সূত্র টা মেলাতে পারলেই কেল্লাফতে!

এরপর আবার ফাদার এর সঙ্গে দু-তিনদিন বিশেষ কথা হল না।আর তারপরেই এলো পরশু দিনের সেই রাত।আমরা নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করলাম সেই ভয়ঙ্কর ঘটনা।মাঝরাতে ঘুম ভেঙে শুনলাম হাড় হিম করা সেই জন্তুর চিৎকার! ইরার ঘরের সামনেরও গেলাম এবং সেখানে যা দেখলাম তাতে বুকের ভিতরটা ঠান্ডা হয়ে যায়। ইরার ঘরের দরজার নিচ থেকে গড়িয়ে আসছে টাটকা লাল রক্ত যেন ভিতরে সদ্য একটি পশুবলি হয়েছে,শুধু তাই না সেই ঘরের সামনে একটা বিকট দুর্গন্ধ! ফাদার বললেন ঘরের দরজায় নাকি কোন রকমের কালো জাদু করা হয়েছে। সে দরজা খোলে কারো সাধ্যি নেই আর বেশি চেষ্টা করলে নাকি ইরার প্রাণ সংশয় হতে পারে।অগত্যা সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা হলো।যখন সকালবেলা দরজা আপনাআপনি খুলল তখন ইরার ঘর ভেসে যাচ্ছে রক্তের বন্যায়।আর তার মাঝখানে রক্ত মেখে মেঝেতে শুয়ে আছে ইরা। ওঃ! সেই বীভৎস দৃশ্য যে সব্যসাচী বাবুরা কি করে এতদিন সহ্য করে আসছেন কে জানে! পরেরদিন সকালবেলায় আগের রাতের কথা অবশ্য কিছুই মনে পড়ল না ওর। আমরাও আর খুঁচিয়ে ঘা করতে চাইলাম না।শুধু ফাদার দেখলাম মনে মনে বিড়বিড় করছেন একটা অদ্ভুত কথা-"অত বড়োট্রাঙ্কের কি প্রয়োজন? অতবড় ট্রাঙ্কের কি প্রয়োজন?"

(১১)

■শয়তানের রাত

পরশুর ঘটনার পর গতকাল রাতেও দেখি সেই এক ঘটনা। আবার সেই আওয়াজ,আবারো সেই বিকট গন্ধ, সেই রক্ত এবং সেই একই রক্তাক্ত ভোর।ফাদারকে এবার আরও চিন্তিত দেখালো সারাদিন উনি নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে কি যেন একটা করলেন। উনি যেন মনে মনে কি একটা হিসেব কষে চলেছেন অনবরত।যে হিসাবটা মিললে ইরার অসুখের এই রহস্য সমাধান হয়ে যাবে, সমাধান হয়ে যাবে বাকি প্রশ্নগুলোর।

আজ রাতে খাওয়ার পর ইরা ঘরে চলে গেল। তারপর ফাদার গম্ভীর মুখে সবাইকে বললেন

-"আজ রাতে কেউ নিজের ঘর থেকে বেরোবে না! কেউ না!যতই আওয়াজ হোক! যতই চিৎকারই হোক.. যাই হয়ে যাক! তোমাদের সকলের ঘর আমি মন্ত্রপুত করে দিয়েছি। যে কোনো রকমের অশুভ শক্তি তোমাদের ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না কিন্তু ঘরের বাইরে বেরোলে কি হবে তা আমি বলতে পারছিনা।আজকের রাতের জন্য এইটা আমার আদেশ।আমার হিসেব বলছে ও বুঝতে পেরে গেছে যে জিনিসটা আমি ওর থেকে নিয়ে নিয়েছি! আজ রাতে ও ভীষণ রকমের মরিয়া হয়ে উঠবে! ও আজ যা কিছু করে দিতে পারে... যা কিছু... সুতরাং আজকে সবাই খুব সাবধান! যা বললাম তা মনে

রেখো!আশা করছি কালকে এই সমস্যাটাকে একেবারে মূল থেকে সমাধান করে দিতে পারব। শুধু একবার হেঁয়ালিটা সমাধান করতে পারি তাহলেই..."

-"কি?কি হেঁয়ালি ফাদার?"

-"এমন একটা জিনিস যা একবার বলা যায় কিন্তু বারবার বলা যায় না!কি এমন জিনিস... যাই হোক ওসব নিয়ে তোমাদের ভাবতে হবে না। যা বললাম মাথায় রেখো।"

আর কোন রকমের কথা না বাড়িয়ে ফাদার সোজা নিজের ঘরে চলে গেলেন।

ফাদারের কথা মতো আমরাও যে যার ঘরে শুতে চলে গেলাম।বুকের মধ্যে একটা প্রচন্ড চাপা উত্তেজনা কি এমন হতে চলেছে আজ রাতে? কে মরিয়া হয়ে উঠবে? ঘরের বাইরে বেরোলেই বা কি হবে? আর ফাদারের হেয়ালির উত্তরই বা কি?আর হেঁয়ালিটাই বা হঠাৎ করে এলো কোথা থেকে? বিছানায় শুয়ে এসব ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুম চলে এসেছে বুঝতেই পারিনি।

ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল একটা প্রচন্ড চিৎকারে।সেই হাড় হিম করা চিৎকার! সে জন্তুটা আবার ডাকছে! রক্ত জল করা সেই চিৎকার। কি যেন প্রবল আক্রোশে সে চিৎকার করছে। তার রাগের যেন আর কোন সীমা-পরিসীমা নেই আজ।তার মধ্যেই একটা মেয়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল!শিলা ! শিলা... শিলা চিৎকার করছে-" বাঁচাও বাঁচাও !"...আমি বিছানা থেকে নেমে বের হতে যাবো এমন সময়

পূরবী আমায় খামচে ধরলো...মনে করিয়ে দিল ফাদারের সতর্কবাণী- যত যাই হোক বাইরে বেরোনো যাবে না। ঠিক এই সময়ে আমি শুনলাম অতিন পাগলের মত চিৎকার করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল-" শিলা আমি আসছি, তোর কিচ্ছু হবে না!"

-"অতিন উপরে উঠেছে পূরবী! তুমি ফাদারকে ডাকো আমি গেলাম! অতিনকে বাঁচাতে হবে..."

আমি পাগলের মতো ছুটে দোতলায় উঠে গেলাম। দোতলায় উঠে ছুট লাগালাম শিলার ঘরের সামনে যেখানে তখনো একটা নাইট বাল্ব জ্বলছে টিমটিম করে কিন্তু সেখানে গিয়ে রীতিমত বিস্মিত হয়ে গেলাম। কোথায় অতিন! কোথায় শিলা! কোথাও কেউ নেই...সব আওয়াজও হঠাৎ করে যেন থেমে গেছে!শিলার ঘরের সামনে পৌছতেই দেখি শীলা ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে আছে, ওর চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ।

-"শিলা!তুমি ঠিক আছো তো? অতীন কোথায়?" হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

-"অমৃত দা ...অমৃত দা..."

কাপাকাপা গলায় বলতে থাকলো শিলা-" ঠিক করলে না... তুমি এটা ঠিক করলে.. না ফাদার বার বার বলে ছিল ঘরে থাকতে... কোন রকম আওয়াজ শুনলেও ঘর থেকে বেরোতে না...এটাই চেয়েছিল ও...অতিন আর আমার গলা নকল করে..."

শিলার কথা বুঝে ওঠার আগেই গলায় দুটো ধারালো নখর যুক্ত

হাত অনুভব করলাম। তারপর একটা ঠান্ডা নিশ্বাস... মুহূর্তে পিছনের দিকে তাকিয়ে যা দেখলাম তা বিশ্বাস করতে পারলাম না দেখলাম আমার গলাটা টিপে ধরে দাঁড়িয়ে আছে ইরা।কিন্তু ওর চোখে একটা ভয়ঙ্কর হিংস্রতা। দাঁতের ফাঁকে একটা ক্রূর হাসি ঠিক যেমন হাসি ফাঁদে শিকার ধরা পড়লে শিকারির ঠোঁটে দেখা যায় ঠিক তেমনটাই। একটা হিস হিসে গলায় ও শিলার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল-"আমার জিনিস আমায় ফিরিয়ে দে। নইলে আজকেই এর শেষ রাত্রি শেষ রাত্রি..."

ইরার মুখের ভীতর টা আস্তে আস্তে পাল্টে যাচ্ছে। সেখানে গজিয়ে উঠছে বড় বড় ধারালো স্বদন্ত। রক্তলোলুপ, মাংসভুক স্বদন্ত!আমার কানের খুব কাছেই সেই জন্তুটা আবার ডেকে উঠল সেই হাড় হিম করা ডাক!জন্তুটা নাকি ইরা! ইরাই কি আসলে সেই জন্তুটা? কিন্তু আসলে ইরা তো এমন নয়! ও তো ভালোই ছিল... তাহলে ?সবটা যেন গুলিয়ে যাচ্ছে... গলার মধ্যে ধারালো নখগুলো যেন আরো ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে... রক্ত বেরোচ্ছে... কি অসহ্য যন্ত্রণা?? পূরবী.. পূরবী... ফাদার...সবটা চোখের সামনে যেন আস্তে আস্তে ঝাপসা হয়ে আসছে... তারপর অন্ধকার কেবলই অন্ধকার...আমার মনে হলো আদি-অন্তহীন এক অন্ধকারে যেন ডুবে যাচ্ছি আমি।

ঠিক সেই সময় দেখলাম আমায় বাঁচাতে শিলা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল শয়তানটার উপর। কিন্তু কতক্ষনই বা সেই শয়তানের সঙ্গে যুজে ওঠা সম্ভব!!কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম সেই শয়তান টা চেপে বসল শিলার শরীরের ওপর!!!তারপর মুহুর্তের মধ্যে তার ভয়ঙ্কর ধারালো শ্বদন্ত বসিয়ে দিল ঠিক শিলার ঘাড়ে!!!

ঠিক সেই সময়... ঠিক সেইসময় কোথা থেকে যেন ছুটতে ছুটতে এলেন ফাদার। তিনি ঘটনাটা দেখামাত্রই ঝাঁপিয়ে পড়লেন শয়তানটার ওপর।তারপরেই তার পবিত্র ক্রস ওই শয়তানটার বুকে চেপে ধরেই জোরে জোরে উচ্চারণ করতে লাগলেন কি একটা মন্ত্র!! একটা সময় সেই শয়তানটা থুড়ি ইরা অচেতন হয়ে গেল।

ইতিমধ্যেই আমি উঠে বসেছি। বাকিরাও ছুটে এসেছে। অতিন এসেই ঝুঁকে পড়ল শিলার ওপর,তারপর কি একটা লক্ষ্য করে পাগলের মত চিৎকার করে বলল-" ফাদার নিঃশ্বাস পড়ছে না!"

ফাদার তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়ে শিলার নাকে হাত রাখলেন।তারপর প্রায় দশ মিনিট নিস্তব্ধ থেকে কঠিন স্বরে বললেন -"পড়ছে... কিন্তু ভীষণ ভীষণ কম। কি করলে এটা তোমরা? আমি বলেছিলাম আজ রাতে সাবধান হতে...আমি বলেছিলাম। কিন্তু সেই অনর্থটাই হলো, সেই অনর্থটাই হল! হায় এখন... এখন ঈশ্বরই শেষ সহায়!!!"

(১২)

■"বিগ্রহের বন্দি: যে ইতিহাস চাপা পড়ে গেছে~২"

সময়কাল-১২৫৮ খ্রী: পূ:,বাখতান, প্রাতঃকাল

-"আখেদৎ...এই শয়তানের নাম হলো আখেদৎ... আবার অনেকে

একে আখৌও(Akhw) বলে থাকে..."-কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে কথাটা বললেন থিবস নগরীর মহাপুরোহিত হাতেত।

-"আখেদথ!"ফ্যারাও রামেসীস এর কন্ঠের বিস্ময়ের সুর।

-"হ্যা মহারাজ!আমাদের মিশর প্রদেশের প্রাচীন পুঁথিপত্র এই শয়তানকে ওই নামেই উল্লেখ করা হয়েছে এরা সাধারণত মৃত ব্যক্তির অতৃপ্ত আত্মা যারা সময়ের গ্রাসে এমন ভয়ংকর শয়তানের আকার ধারণ করে। এদের মূল খাদ্যই হচ্ছে মানুষের আত্মা ও তাজা রক্ত।যার শরীরে এরা একবার প্রবেশ করে তাকে যতক্ষণ না নিঃশেষিত করে দিচ্ছে ততক্ষণ এদের শান্তি নেই।"

-"কি বলছেন মহা পুরোহিত! কিন্তু রাজকুমারী বেনেত্রীসের শরীরে এই শয়তান এলই বা কি করে?"

-"সে নিজে থেকে আসে না... অন্তত আমি যতদূর জানি, তাকে ভয়ংকর কালো জাদু ও তন্ত্র সাধনার মাধ্যমে জাগিয়ে তুলতে হয়।তারপর প্রতিস্থাপিত করতে হয় একটি শরীরে। এবং যতদিন যায় সেই ভয়ঙ্কর শয়তান তার ধারকের দেহের আত্মা একটু একটু করে আত্মসাৎ করে নেয়! এবং শেষমেষ এমন একটা সময় আসে যখন ধারকের দেহের আত্মা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায় এবং তার বদলে সেই শরীরটাকে সম্পূর্ণরূপে দখল করে নেয় সেই আখেদথ!!!"

-"হা ঈশ্বর!আমার ভগ্নির সঙ্গে এমনটা কে করলো?"- কথাটা জিজ্ঞেস করলেন মহারানী নেফিউরে যার মাথার ডান পাশে কানের কাছে বহু ঔষধি লাগানোর পরেও এখনো গল গল করে বের হচ্ছে রক্ত।

-"যে এই কাজ করেছে, প্রহরীরা ইতিমধ্যে তাকে বন্দি করেছে মহারানী! রাজকুমারীর জিনিসপত্র আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। তার মধ্যে এমন একটি কর্ণ কবজ(কানের দুল)আমি পেয়েছিলাম যেটা কোন অশুভ শক্তিকে দূরে তো সরাবেই না বরং সেটা নিজেই পিশাচসিদ্ধ(jinxed)! এবং সেই কর্ণকবজ তাকে উপহার দিয়েছিল এই প্রাসাদেরই এক দাসপুত্র। সে আজ নিজের মুখে স্বীকার করেছে যে রাজকুমারী বেনেত্রীস ও তার মধ্যে এক রকমের প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু রাজকুমারী পরে বুঝতে পারেন যে এই সম্পর্কের কোন ভবিতব্য নেই। সুতরাং তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন সেই দাসপুত্রের দিক থেকে।সেই ক্ষোভে, ঈর্ষায় ও প্রতিশোধস্পৃহায় সেই দাসপুত্র এক স্থানীয় তান্ত্রিকের থেকে সাহায্য নিয়ে জাগিয়ে তোলে এই ভয়ংকর পিশাচকে এবং তাকে প্রতিস্থাপিত করে রাজকুমারী বেনেত্রীসের শরীরে!"

-"ভয়ংকর! তার মানে এতদিন ধরে রাজকুমারীর এই অদ্ভুত আচরণ...."

-"আজ্ঞে হ্যাঁ। সেই সব আচরণই আসলে সেই শয়তান দ্বারা অধিগৃহীত(Possesed) হওয়ার ফল।আপনার জ্ঞাতার্থে বলি এই শয়তান আসলে দিনের আলোয় ভীষণ দুর্বল। সেই কারণে দিনের বেলায় রাজকুমারীর আচরণ তুলনামূলক স্বাভাবিক থাকত কিন্তু রাতের অন্ধকার যত বাড়ে এই আখেদৎ এর শক্তি তত বাড়তে থাকে।রাজকুমারীর শরীর ও মনের ওপর অধিগ্রহণও বাড়তে থাকে ততই!এভাবেই প্রায় মধ্যরাতে রাজকুমারীর নিজস্ব আর কোন চেতনা থাকে না। সে তখন হয়ে ওঠে সেই ভয়ঙ্কর শয়তানেরই এক জীবন্ত প্রতিমূর্তি! সে চিৎকার করতে থাকে তার নিজস্ব স্বরে যা

শুনে যে কারোর হাড় হিম হয়ে যায়... তার শরীর থেকে নির্গত হতে থাকে পৈশাচিক দুর্গন্ধ..."

-"আর রক্ত! সেই নরমুণ্ড গুলো!"

-"সেগুলোরও এই পুরো ঘটনায় একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। আসলে এই শয়তান তার অধিগৃহীত শরীরে প্রথম প্রথম থাকে একটা পরজীবীর মত।কিন্তু সে চায় একটা সময় পরে পুরো শরীরটাকে থেকে অধিগ্রহণ(Possession/Possess) করতে ঠিক একটি রোগের জীবাণুর মতই! তাই সে শুরু করে তার শয়তানের খেলা.... প্রতিরাতে সে বেড়ায় শিকারে, হত্যা করে একটি করে অসহায় প্রাণ আর সঙ্গে করে নিয়ে আসে তাদের রক্তাক্ত নরমুন্ড! প্রতিটি হত্যার সঙ্গে সঙ্গেই তার ধারকের আত্মা একটু একটু করে ক্ষয়ে যেতে থাকে আর সেই আখেদৎ আরো শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। এইভাবে মোট একুশটি... মোট একুশটি হত্যার পর সেই শয়তান তার ধারকের শরীরের আত্মাটিকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করে দেয় এবং হয়ে ওঠে অপরাজেয় শক্তিশালী!"- একটু থামলেন মহাপুরোহিত। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন-

-" কিভাবে দ্বারপ্রহরী থাকা সত্ত্বেও সকলের চোখে ধুলো দিয়ে রাজকুমারী থুরি সেই শয়তান অধিকাংশ রাতে শিকার করতে যেত তা অবশ্য আমার কাছে এখনো পরিষ্কার না। তবে আমি যতদূর সন্দেহ করছি এটা খুব সম্ভবত একটি প্রাচীন স্থানান্তরণ কালো জাদু যার সাহায্যে মুহুর্তের মধ্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া যায়।এর উল্লেখ বহু প্রাচীন মিশরীয় গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই ভীষণ প্রাচীন কালো জাদুটি যেকোন অশুভ শক্তি এবং অশুভ শক্তি দ্বারা

অধিগৃহীত ব্যক্তির পক্ষে ভীষণ সহজসাধ্য। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে এটা এতটাই দুঃসাধ্য যে প্রায় কয়েক শতাব্দি আগেই এই জাদুর ব্যবহার এই মিশর প্রদেশ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে গেছে!

ও হ্যাঁ আর সেই নরমুন্ডগুলো! ওগুলোও কিন্তু সেই শয়তানের দ্বারাই পিশাচ সিদ্ধ করা যাতে প্রতিরাতে ওই নরমুন্ডগুলি হয়ে উঠতে পারে অফুরন্ত তাজা রক্তের উৎস! মহারাজ আপনার মনে আছে আমি সেই সাউকে জিজ্ঞেস করেছিলাম রাজকুমারী জল পান করেন কিনা! আসলে রাজকুমারীর পক্ষে জল পান করার কথাই নয়। প্রতি রাতে যে অফুরন্ত রক্ত পান করে পিপাসা মেটায় তার অন্তত জল তেষ্টা থাকার কথা নয়।এই কারণেই প্রতি রাতে রাজকুমারীর দ্বারের নিচ দিয়ে দেখা যেত অবিশ্রান্ত রক্তের ধারা... আর রাত যত বাড়তো ততো সেই রক্তের ধারাও ততই বাড়তো।কারণ রাত বাড়ার সাথে সাথে ওই নরমমুন্ডুগুলো থেকে নিঃসৃত রক্তের ধারাও বেড়েই চলত অবিরত!"

-"রাজকুমারী বেনেত্রীস কি এখন সম্পূর্ণভাবে সেই শয়তানের প্রকোপ মুক্ত?

-"হ্যা মহারাজ! পরম পূজ্য খোনসুর কৃপাতে এইবারের মতো তিনি জীবন ফিরে পেয়েছেন।"

-"কিন্তু এই অসাধ্যসাধন আপনি কি করে করলেন মহামান্য হাতেত? আর সেই শয়তানটিরই বা হলো কি? সেটি কি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে?"-ফ্যারাও রামেসিস এর প্রশ্ন।

-"কোনো অসাধ্য সাধন আমি করিনি মহারাজ! আমি শুধু আমার পূর্বসূরীদের বলে দেওয়ার নিয়ম অনুসরণ করেছি।তবে যদি সত্যি সত্যিই আজকে কেউ অসাধ্য সাধন করে থাকেন মহারাজ তাহলে তিনি আমাদের মহারানী নেফেউরে এবং স্বয়ং পরমপূজ্য খোনসু!"

-"কি বলছেন মহামান্য হাতেত?"

-"আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ! আমি যেদিন রাজকুমারীর অসুখের বর্ণনা শুনেছি সেদিনই বলেছিলাম একটি কাষ্ঠনির্মিত পরম পূজ্য খোনসুর মূর্তি তৈরি করতে। বহু অর্চনার পর সেই কাষ্ঠনির্মিত বিগ্রহের মধ্যেই অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন স্বয়ং দেবতা খোনসু। তাকে নিয়েই আমি এই বাখতান প্রদেশে এসেছিলাম। আর আজ তার আদেশেই সেই আখেদৎ রাজকুমারী বেনেত্রীসকে ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। আর আপনি জিজ্ঞেস করছিলেন না এই শয়তানকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়ে গেছে কি না! আজ্ঞে না মহারাজ; এই শয়তানকে কখনোই সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করা যায় না! একে কোন কিছুর মধ্যে বন্দি করে রাখতে হয়! এক্ষেত্রে আজ শয়তান রাজকুমারীকে ছেড়ে বিশেষ কৌশলে বন্দি হয়েছে এই কাষ্ঠনির্মিত পরমপূজ্য খোনসুর বিগ্রহে। তবে সেজন্য অবশ্য একটি চরম মূল্য দিতে হয়েছে মহারাণী নেফিউরেকে!"

-"কি মূল্য?"-অবাক কন্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন ফ্যারাও।

এই প্রশ্নের উত্তরে মহারানী নেফিউরে স্বয়ং তার মাথার মুকুটটি খুলে ডানদিকের কেশদাম সরিয়ে ক্ষতস্থানটি ফ্যারাওকে দেখালেন, যেখান থেকে এখনো নির্গত হচ্ছে ক্ষীণ রক্তধারা।

-"পরম পূজ্য খোনসু উৎসর্গ চেয়ে ছিলেন কেবল তার কাছ

থেকেই যাকে রাজকুমারী সবথেকে বেশি ভালোবাসে!আর রাজকুমারীর সেই সব থেকে বেশি ভালোবাসার মানুষটি হলেন আর কেউ নয় বরং স্বয়ং আমাদের মহারানী নেফিউরে। তিনিও অবশ্য তার ভগ্নির প্রতি তার অগাধ ভালোবাসার প্রমাণ আজকে দিয়েছেন।তার ভগ্নির আরোগ্যের জন্য পরম পূজ্য খোনসুর কাছে তিনি উৎসর্গ করেছেন তার দক্ষিণ কর্ণ(ডান দিকের কান)!!!

মহারানী নেফেউরের রক্তাক্ত ক্ষতস্থান আরো একবার মন দিয়ে নিরীক্ষণ করলেন ফ্যারাও।সত্যিই মহারানীর ডান কানটি নেই! সেখান দিয়েই এখনও ক্ষরিত হচ্ছে রক্তের স্রোত!এরপর বেশ কিছুক্ষণ নীরবে কি চিন্তা করে তিনি বললেন-"রাজকুমারী এখন সুস্থ! সেই শয়তান এখন বিগ্রহে বন্দি! অতঃপর আমার মনে হয় এখনো পর্যন্ত যা যা হয়েছে সেই ভয়ঙ্কর ইতিহাদ আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত। আমি চাইনা এই ঘটনার বিশদ বিবরণ কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারুক। অপশক্তির প্রভাবে হলেও রাজকুমারী বেনেত্রীস কুড়িজন অসহায় মানুষের প্রাণ নিয়েছে...এই কথাটা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলে প্রজারা উত্তাল হয়ে উঠবে!তখন তাদের আর নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না!

তার থেকে বরং থিবস ও বাখতান দুইপ্রদেশের পক্ষে এই শুভ যে এই ভয়ঙ্কর ঘটনার সকল তথ্য ইতিহাস থেকে মুছে দেওয়া হোক। আমি এক্ষুনি মহারানী নেফেউরের পিতার সাথে কথা বলছি। তিনি যেন সারা প্রদেশ ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করে দেন যে রাজকুমারীর এতদিন একটি ভয়ংকর শারীরিক অসুখ হয়েছিল।আজ আমাদের পরম পূজ্য দেবতা খোনসুর আশীর্বাদে রাজকুমারী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেছেন এবং সেই কারণে

পরমপূজ্য খোনসুকে উৎসর্গ করা হচ্ছে দুটি মহাভোজ। একটি বাখতানে ও আরেকটি থিবস নগরীতে,সকলের সাদর আমন্ত্রণ।ও হ্যাঁ এই মর্মে একটি স্মারক তৈরি করা হোক... তাতে এ গল্প দেবতা খোনসুর মাহাত্ম্য হিসেবে চতুর্দিকে প্রচারিত হয়ে পড়বে এবং মানুষের মনে চিরকাল থেকে যাবে এক কিংবদন্তি হিসেবে যার আসল ইতিহাস কেউ জানবে না!!!"

ফ্যারাও রামেসিসের কথা শুনে মহাপুরোহিত হাতেত মনে মনে মৃদু হাসলেন।এতদিন রাজ পরিবারের সাথে থাকায় রাজ রক্তের বিবেচনা তিনি আগেই অনুমান করেছিলেন। সেই জন্য প্রথম দিনই এই বিগ্রহটি তিনি একটি বিশেষ কৌশলে তৈরি করান। আর সেই কৌশলটি হলো মূর্তিটির পায়ের নিচে চাপ দিলে মূর্তিটি মাঝ বরাবর দুই ভাগে খুলে যায়।মহাপুরোহিত ইতিমধ্যে সেই ফাঁপা বিগ্রহের মাঝের অংশে একটি প্যাপাইরাস ঢুকিয়ে দিয়েছেন যাতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই ভয়ঙ্কর ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আছে।তিনি এ কাজ করেছেন ভবিষ্যতের কথা ভেবে। ভবিষ্যতে ভুল করেও কেউ যদি পুনরায় ওই বিগ্রহের শয়তান থেকে জাগিয়ে তোলে বা মুক্তি দেয় তাহলে ওই প্যাপাইরাসের খণ্ডই বলে দিতে পারবে একমাত্র মুক্তির পথ!বলে দিতে পারবে কিভাবে পুনরায় সেই শয়তানকে বন্দি করা যাবে ওই বিগ্রহের মধ্যে!তবে পুরোটা সহজ করে লিখলেও একটা জায়গায় তিনি একটি হেয়ালির অবতারণা করেছেন...একটি হেয়ালী... একদমই আলাদা রকমের একটি হেঁয়ালি! ভবিষ্যতের এই প্যাপাইরাসটি যে পাবে সে কি পারবে এই হেয়ালীর সমাধান করতে!

ফ্যারাও রামেসীসের অনুমতি নিয়ে তার কক্ষ থেকে বেরিয়ে

আসার সময় মহাপুরোহিত নিজেই মনে মনে হাসলেন তারপর নিজেই নিজেকে বললেন-" একটু বুদ্ধি! হে পরম পূজ্য খোনসু...সঠিক সময় ভবিষ্যতের সেই মনুষ্যটিকে একটু বুদ্ধি দিও শুধু...তাহলেই হবে!"

(১৩)

■"একবার বলা যায়,বারবার নয়!"

-"তার মানে আমাদের ইরাও রাজকুমারী বেনেত্রীসের মতই সেই শয়তান মানে আখেদৎ দ্বারা পসেসেড হয়েছে তাই তো?"-প্রশ্নটা করলাম আমি।

আমরা এখন বসে আছি সব্যসাচী বাবুর বিরাট ডাইনিং হলে। আমরা মানে আমি,পূরবী,অতিন,ফাদার গডসন, সব্যসাচী বাবু ও তার স্ত্রী।

শিলা এখনও অচেতন অবস্থায় শুয়ে আছে অতিনের ঘরে! ওর কাছে বসে আছে ছোট সরদার। শিলার কিন্তু এখনো জ্ঞান ফেরেনি। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস অতি ক্ষীণ।ডাক্তার এসে বলে গেছেন বাঁচার আশা ভীষণই কম। যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হসপিটালাইজড করা হয়।অথচ ফাদাত আশ্বাস দিয়েছেন শিলা আবার আগেরমতই সুস্থ হয়ে যাবে।এর আগে বহুবার বিপদের সময় রাগের মাথায় আমি

ফাদারের বিরুদ্ধাচরণ করলেও এবার আমার ফাদারের কথার ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে।আর সেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করার প্রধান কারণ হলো এই যে এবারে ফাদারের ওপর বিশ্বাস না করে আর সত্যিই কোন উপায় নেই!

ইরাকে এখন সব্যসাচী বাবুর ঘরে বেঁধে রাখা হয়েছে। ওর খাটের নিচে একটি বিশাল ট্রাংক থেকে আজ সকালেই উদ্ধার হয়েছে কুড়িটি নরমুন্ড। সকাল বেলা যদিও ইরা নিজের জ্ঞানেই আছে তবুও ওকে বেঁধে রাখার আদেশ দিয়েছেন স্বয়ং ফাদার গডসন নিজেই।

-"হ্যাঁ ঠিক বলেছ মাস্টারমশাই! ইরাও ওই একই রকমের অধিগৃহীত বা যাকে বলে পসেসড।এইজন্যেই সেই রাজকুমারী বেনেত্রীসের মত ওর ঘর থেকেও রাত্রিবেলা শোনা যেত সেই বীভৎস জন্তুর ডাক, পাওয়া যেত স্বী বিকট গন্ধ,ওর ঘরের মেঝে ভেসে যেত নরমুন্ডগুলো থেকে নিঃসৃত হওয়া অনর্গল রক্তধারায়...এবং প্রতিরাতে ওই রক্তপান করার ফলেই প্রায় আড়াইমাস কোনোরকম জল না খেয়েও বেঁচে আছে ইরা!এই পসেসেড হওয়ার কারণেই প্রতি সন্ধ্যেবেলাগুলো ও বেড়িয়ে পড়ত শিকারের খোঁজে!!!আর হ্যাঁ এই শহরে বিগত আড়াই মাসে ঘটে যাওয়া প্রায় কুড়িটি অস্বাভাবিক হত্যার(যার মধ্যে ইরাকে যারা সারাতে এসেছিলেন তাদের মৃত্যুও আছে!) জন্যও মূল দায়ী কিন্তু ইরা স্বয়ং!!! যদিও ও যখন এসব করেছে ও নিজেও বুঝতে পারেনি কেন করছে,সুতরাং সেই হিসেবে ইরা নিরপরাধ।তবে সব্যসাচী বাবু...আপনি কিন্তু ভাগ্যবান,আপনার বাড়িটা শহরের এরকম নিরিবিলি,প্রায় প্রতিবেশিহীন প্রান্তে হওয়ার জন্যই কিন্তু এতদিন

পর্যন্ত ইরার রহস্যটা কেউ জানতে পারেনি। ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকায় রাত্রিবেলা ঐরকম বিভৎস চিৎকার লুকিয়ে রাখা সত্যিই মুশকিল হত!"

-"ফাদার আপনি কবে বুঝতে পারলেন যে ইরা পসেসড?"-অতিন এর কন্ঠে চাপা উত্তেজনা।

-"ওকে যেদিন দেখেছি সেদিনকেই। মনে আছে আমরা যখন এই বাড়িতে পৌঁছায় তখন সন্ধ্যেবেলা হয়ে গিয়েছে। ঠিক তখনই ইরার সাথে দেখা হয় আমাদের।আর সেইদিন ঠিক তখনই ইরার পিছনে একটা কালো ছায়া আমি লক্ষ্য করি। একটা অদ্ভুত কালো ছায়া... যার সঙ্গে আমার জীবনের অনেক বাজে স্মৃতি জড়িয়ে আছে!!!আমি সেদিন একমুহূর্ত দেখেই বুঝতে পারি ইরা আসলে পসেসড!"

-"আর ওই মূর্তিটার ব্যাপারটা কি করে বুঝলেন?"-আমার প্রশ্ন।

-"যে শয়তানের ছায়া সেই সন্ধ্যায় আমি ইরার পিছনে নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছিলাম, তা যে আপনা আপনিই ইরার ওপর ভর করে নিয়ে সেটা আমি নিশ্চিত ছিলাম।পরে যখন সেদিন রাতে সব্যসাচীবাবুর কাছে জানতে পারলাম যে ইরা প্রাচীন মিশরীয় কালোজাদু নিয়ে রিসার্চ করছে তখনই নিশ্চিত হই যে ওই রিসার্চের জন্যই কোনো অভিশপ্ত জিনিস নিয়ে কাজ করতে গিয়ে ওর এই পরিণতি হয়েছে।

তারপর সেদিন ইরার ঘরে ঢুকে এমন অনেক জিনিসের অস্তিত্ব টের পেলাম যা মন্ত্রপূতঃ এবং যেগুলোর উপর কালো জাদু করা হয়েছে।কিন্তু ওর মধ্যে কোন জিনিসটা আসলে অভিশপ্ত জিনিস তা

তখনও বুঝতে পারিনি। কিন্তু যেই মুহুর্তে আমি মাস্টার মশাইয়ের হাত থেকে সেই প্রাচীন মিশরীয় দেবতা খোনসুর বিগ্রহটি স্পর্শ করেছি সেই মুহূর্ত থেকেই আমি বুঝে গেছি যে ইরার ওপর যে শয়তান ভর করেছিল সে এতদিন আসলে কোথায় সুপ্ত ছিল! সেইজন্যে তো অতীনকে বলি মূর্তিটার ভালো করে ছবি তুলে নিতে।যাতে পরে মূর্তিটা খুঁটিয়ে দেখতে পারি।"

-"মূর্তিটা কি এখন আপনার কাছে?"

-"অবশ্যই।"

-"কিন্তু আপনি ওটা কি করে পেলেন? আপনি তো ইরার ঘরে ঢোকেননি সেই দিনের পর! আর ঢুকবেনই বা কি করে আপনি তো অধিকাংশ দিন বাড়িতেই ছিলেন না!"-অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

আমার কথা শুনে মৃদু হাসলেন ফাদার। তারপর বললেন-" শিলা!শিলাই আসলে প্রথম দিন থেকে সকলের আড়ালে আমায় সাহায্য করে এসেছে। সেদিন খাওয়ার টেবিলে ওই লক্ষ করে যে ইরা কাউকে একটা হোয়াটসঅ্যাপে পরের দিন গিজার পিরামিডের ওখানে যাওয়ার কথা বলছিল।ও আমায় সেটা জানায়। সেই জন্যই তার পরের দিনই আমি গিজার পিরামিড দেখতে যাওয়ার ইচ্ছা জানাই সব্যসাচী বাবুকে।আসলে আমি চেয়েছিলাম একজন.. আমাদের মধ্যে থেকে অন্তত একজন ইরার বিশ্বাস অর্জন করুক যাতে তাকে ইরা তার ঘরে ঢোকার অনুমতি দেয়।ও হ্যাঁ আপনারা জানেন নিশ্চয়ই যেদিন আমরা ইরার ঢুকে ছিলাম তার পরের দিনই ইরা ওর ঘরের তালা পাল্টে দেয়। ও বুঝতে পেরেছিল যে কেউ ওর

ঘরে ঢুকেছিল! অবশ্য এটা যে ঘটবে তা আমি আগেই জানতাম।সেইজন্যই আপনাদের বলেছিলাম কোনকিছু না ধরতে!"

-"শিলা!"-অতিন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

-"আজ্ঞে হ্যাঁ!শিলা...শিলাকে ছাড়া এই জটিল রহস্যের কূলকিনারা করা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। সেদিন আমি যখন বন্ধুর বাড়ি চলে যাই মূর্তির উপর খোদাই করা মানে হায়রোগ্লিফ এর মানে উদ্ধার করতে,সেদিন অন্যদিকে তখন শিলা ইচ্ছে করে গিজার পিরামিডের ওখানে হারিয়ে যাওয়ার নাটক করে এবং সেই অছিলায় ইরার সঙ্গে ভাব জমায়। তারপরে আমার কথাতেই শিলা আস্তে আস্তে ইরার সাথে বন্ধুত্ব বাড়িয়ে তোলে এবং শেষমেষ ইরার ঘর থেকে পরশুদিন সকালে চুরি করে আনে ওই বিগ্রহটি।বদলে সেখানে রেখে আসে কাঠের তৈরি ওই একই রকম দেখতে আরেকটি মূর্তি যেটি আমি কিছুদিন আগেই অর্ডার দিয়ে বানিয়েছি।শুধু তাই না গত কালকে শিলাই আমায় জানায় যে আগের দু'দিন টের না পেলেও গতকালই নাকি ইরা বা ইরার মধ্যে লুকিয়ে থাকা সেই শয়তান টের পেয়ে গেছে যে ওটা নকল মূর্তি!আমি তোমাদের আগেই সতর্ক করেছিলাম.... কিন্তু তোমরা আমার কথা শুনলে না! আর সেজন্যই শীলাকে আজকে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে হচ্ছে!"

-"এখন শিলাকে বাঁচানোর উপায়?"- অতিনের প্রশ্ন।

-"শিলা ও ইরা এই দু'জনকেই বাঁচানোর এখন একটাই উপায়!আর তা হলো সেই ভয়ঙ্কর শয়তানকে পুনরায় ওই বিগ্রহের মধ্যে বন্দি করা,একমাত্র তাহলেই দুজনে আবার সুস্থ হয়ে উঠবে।

কিন্তু..."

-"কিন্তু কি ফাদার?"

-"একটা হেয়ালী আছে!মহাপুরোহিত হাতেত লিখেছেন যখন সেই ভয়ঙ্কর শয়তান বিগ্রহের মধ্যে পুনরায় প্রবেশ করবে তখন একটি মাত্র মন্ত্র বারংবার অতি দ্রুত গতিতে উচ্চারণ করতে হবে যতক্ষণ না সেই মূর্তিটা সম্পূর্ণভাবে কম্পিত হওয়া থেকে বিরত হচ্ছে। মূর্তিটা সম্পূর্ণ স্থির হয়ে যাওয়া মানে আসলে সেই শয়তানের বিগ্রহের ভিতরে বন্দী হয়ে গেছে!"

-"হ্যাঁ... কিন্তু এর মধ্যে হেয়ালী কোথায়?"

-"অন্য সব মন্ত্র প্যাপিরাসে লেখা থাকলেও এই শেষ মন্ত্রটির ব্যাপারে সেখানে কিছুই লেখা নেই! শুধু লেখা আছে এই মন্ত্রটি এমন হবে যা একবার বলা যায় কিন্তু বারবার নয়!"

-"একবার বলা যায় কিন্তু বারবার নয়!এ কেমন জিনিস? একবার যদি বলা যায় তাহলে বারবার বলা যাবে না কেন? আর বারবার যদি বলা নাই যায় তাহলে মন্ত্রটা বারবার পড়ে ওই শয়তানকে বিগ্রহের মধ্যে বন্দিই বা করব কি করে?"

-"সেটাই তো... সেটাই তো প্রশ্ন! সমস্ত রহস্যের জট খুলে গেছে শুধু এই একটাই হেয়ালী কিছুতেই মিলছে না!"-ফাদারের চোখে মুখে একটা অস্থিরতার ছাপ।

কি এমন জিনিস যা একবার বলা যায় কিন্তু বারবার বলা যায় না! ঘরে উপস্থিত আমরা সবাই জিনিসটা অনেক ভাবলাম।

গালিগালাজ,কোন রকমের কার্স বা এমন কোন শব্দ যার উচ্চারণ নিষিদ্ধ...আমরা সবাই একে একে অনেক কিছুই প্রস্তাব দিলাম কিন্তু সবকিছুই শুনে ফাদার একেরপর এক যুক্তিসহকারে বাতিল করলেন। অগত্যা এই হেয়ালীর সমাধান নিয়ে ভাবতে ভাবতে ও আলোচনা করতে করতে আমরা যখন প্রায় মাথার চুল ছিড়ে ফেলেছি ঠিক তখনই ছোট সরদার ঘরে ঢুকলেন। ঢুকেই তিনি অতিনকে বলতে শুরু করলেন-"এ কি রকম জিনিস মাথায় ঢুকিয়েছ ভায়া!! কোনোভাবেই মাথা থেকে বের করতে পারছি না!! 'টাকে কাক তাকে কাপ'-একবার বললে একদম স্পষ্ট ভাবে বলা যায় কিন্তু যেই বারবার বলতে যাই অমনি জিভে জট লেগে একেবারে একাকার কান্ড!!একবার বলা যাচ্ছে কিন্তু বারবার বলা যাচ্ছে না...এ কি করে সম্ভব???"

এই কথা শুনে আমরা কিছুক্ষণ প্রায় নীরব দৃষ্টিতে ছোট সরদার এর দিকে তাকিয়ে থাকলাম ঠিক যেমন বহু আকাঙ্খিত কোনো জিনিস হাতে পেলে মুহূর্তের জন্য মানুষ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। তারপর একটু সম্বিৎ ফিরতেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অতীন লাফিয়ে উঠে গিয়ে জড়িয়ে ধরলো ছোট সরদারকে।তারপর পাগলের মত বলতে লাগল-"থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ ছোট সর্দার!আপনার এই ঋণ আমি কোনদিন ভুলবো না,কোনো দিন না!"

ফাদারও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলেন-"তাই তো তাই তো! এটা আগে বুঝলাম না কেন!টাং টুইস্টার হ্যাঁ জিভে জটই তো এমন জিনিস যা একবার বলা যায় কিন্তু বারবার নয়।কারণ বারবার বলতে গেলে জিভ জট লেগে যায়ম আর মহামান্য হাতেত তো লিখেইছিলেন একমাত্র ওই মন্ত্র বারংবার বিগ্রহের সামনে বললেই

তবেই আবার ওই বিগ্রহে বন্দি শয়তান শুধু জেগে উঠতে পারে! মুক্তি পেতে পারে! সেই জন্যই তো মূর্তির গায়ে হায়ারোগ্লিফের সঙ্গে প্রাচীন গ্রীক ভাষায় লেখা ছিল একটি মন্ত্র.. আমার বন্ধু তা পাঠোদ্ধার করতে পারেননি কারণ তিনি গ্রিক ভাষা জানলেও তা পড়তে জানতেন না। হ্যাঁ গ্রীক ভাষায় একটি তাং টুইস্টার দিয়েই তারমানে মহামান্য হাতেত সহস্রাব্দ আগে সেই শয়তানকে বন্দি করেছিলেন!"

-"কিন্তু গ্রিক টাং টুইটার কেন? মিশরীয় নয় কেন?"- আমি জিজ্ঞেস করলাম অবাক হয়ে।

-"কারণ তিনি জানতেন এই মূর্তিটা তিনি থিবস নগরীতে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। পরবর্তীকালে যদি কারুর হাতে মূর্তিটা পড়ে এবং সে যদি মূর্তির গায়ে হায়রোগ্লিফে লেখা মিশরীয় ভাষায় সেই মন্ত্রটা বারবার উচ্চারণ করে ফেলে তাহলে পুনরায় আবার জাগ্রত হয়ে উঠবে সেই শয়তান। সেজন্যই তিনি চেয়েছিলেন একটি অন্য ভাষার টাং টুইটার বা জিভে জট!!! কিন্তু মহামান্য হাতেত হয়তো ভাবতেও পারেননি যে কয়েক সহস্রাব্দ পরে এই মূর্তিটি এমন এক মেয়ের হাতে পড়বে যে একই সঙ্গে ফসজটি প্রাচীন ভাষা লিখতে ও পড়তে জানে!আসলে ইরার কাছে মূর্তির গায়ের ওই হায়ারোগ্লিফিক ও প্রাচীন গ্রিক ভাষায় লেখা মন্ত্র পড়া কোনো অসুবিধেই ছিল না!ওই বোধহয় মন্ত্রটা বারংবার উচ্চারণ করেছিল কৌতুহলের বশেই.... ফলস্বরুপ সেই শয়তান আবার জেগে ওঠে এবং যে ওকে মুক্তি দিয়েছে সেই ইরাকে হতে হয় ওর প্রথম শিকার!"

-"বাপরে! মহামান্য হাতেতের তো দারুন বুদ্ধি! আচ্ছা এর মানে

এই দাড়ালো যে আমরা যখন সেই শয়তানকে বন্দি করব তখন আমরা একটা বাংলা জিভে জটও ব্যবহার করতে পারি তাইতো?"

-"নিশ্চয়ই! তবে সে ক্ষেত্রে সেটিকে হতে হবে বাংলায় যত কঠিনতম জিভে জট আছে তাদের মধ্যে অন্যতম!অতিন তোমার কালেকশনে এরকম কিছু আছে নাকি?"- ফাদার মুখ ফেরালো অতিন এর দিকে।

-"নিশ্চয়ই আছে ফাদার! তবে এটা শুধু আমার না শীলারও কালেকশান। আমরা দুজনে মিলেই ওই কালেকশনটা করেছিলাম। যদিও শিলার কালেকশনটা ছিল আরো বড়। তবে আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে এই এতদিন পর্যন্ত আমাদের কালেকশনে থাকা বাংলার সবথেকে কঠিন জিভে জট কোনটা এবং সেটা আমি এখন বিনা বাধায় না আটকে বলতেও পারব!"

-"কোনটা বলোতো অতীন!"- পূরবী জিজ্ঞাসা করল।

-"রণে রানী লড়ে,লনে নারী নড়ে" আমাদের সবাইকে প্রায় অবাক করে দিয়েই সেই মারাত্মক জিভে জটটা অনর্গল একদম না আটকে বলে যেতে লাগলো অতিন আর আমি এসব মনে মনে একবার মৃদু হাসলাম।তারপর ভাবলাম-"হায় এই দুনিয়ায় কোন জিনিস যে কোন কাজে লাগে তা বোধ হয় স্বয়ং ঈশ্বরও জানেন না!!!"

(১৪)

■"এখন সময় উৎসর্গের..."

আমরা এখন সব্যসাচী বাবুর বিশাল অট্টালিকার প্রায় এক প্রান্তের একটি বিশাল ঘরে।দেখলেই বোঝা যায় ঘরটি বহুকাল ব্যবহার হয়নি,তবে আজ হবে। ঘরের যাবতীয় আসবাবপত্র সরিয়ে রাখা হয়েছে। ঘরের মাঝখানে বৃত্তাকার একটি দন্ডি কাটা হয়েছে।সেই দন্ডির চারপাশে গোল করে রাখা হয়েছে সেই কুড়িটি নরমুণ্ড।সেই বৃত্তাকার দন্ডির একদম কেন্দ্রে একটি চেয়ারে হাত-পা বেঁধে রাখা অবস্থায় বসানো হয়েছে ইরাকে।ওর চোখে মুখে এখন একটা জান্তব হিংস্রতা! ঠিক যেন ফাঁদে আটকা পড়া বাঘের মতো একটা চাপা রাগে ফুঁসছে ও!

এদিকে বৃত্তাকার দন্ডির সামনে কিছুটা জায়গা ছেড়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে একটি বেদী, যার ওপরে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে স্বয়ং পরম পূজ্য দেবতা খোনসুর সেই কাষ্ঠ নির্মিত বিগ্রহ।এইখানে এই ঘরে ইরা ছাড়াও আছি আমি,আছে অতিন,সব্যসাচী বাবু,ফাদার গডসন,ফাদারের সেই পূর্বপরিচিত বন্ধু ওয়াজিদ আলি ওরফে আলী সাহেব, যিনি আমাদের আজ বিশেষ প্রয়োজনে লাগবেন।আর আছে একজন ঊনত্রিশ বছর বয়সী সুদর্শন যুবক- নাসির! মধ্যম উচ্চতা, ঈষৎ খয়েরি চুল,মোহময় চোখ ও সরল হাসি মাখা মুখ এই মানুষটিকে দেখলেই বোঝা যায় তিনি যাকে বলে

প্রকৃত খাঁটি মানুষ! শুধু ইরা কেন যেকোনো মেয়েই এর প্রেমে পড়বে আর সেটাই তো স্বাভাবিক।

সব্যসাচী বাবু অবশ্য নাসিরকে দেখে প্রথমে প্রচন্ড উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু পরেই ফাদার ওনাকে বুঝিয়েছে-" আপনি কি ভুলে গেছেন এই শয়তানকে বন্দি করার সময় দেবতা খোনসু একটি উৎসর্গ চাইবে?এবং তিনি একমাত্র ইরা যাকে সবথেকে বেশি ভালবাসে তার থেকেই উৎসর্গ নেবে! নাসিরকে সবটা বলার পর এক বাক্যে রাজি হয়ে গেছে ও!ইরার জন্য ও জীবনও দিতে পারে! আজ এই ছেলেটার জন্যই আপনার মেয়ে কিন্তু বাঁচলেও বাঁচতে পারে!সুতরাং নিজের অহংকার,অর্থের দম্ভ এবার অন্তত নিজের মেয়ের জন্য একটু ত্যাগ করুন!"-ফাদারের এই কথার প্রত্যুত্তরে অবশ্য কিছু বলেননি সব্যসাচীবাবু। মুখ বুঝে সবটা মেনে নিয়েছেন।

কিছুক্ষণ আগেই আলি সাহেব শুরু করেছেন প্রচন্ড মন্ত্রোচ্চারণ। সম্ভবত প্রাচীন মিশরীয় ভাষায় সেই মন্ত্র... যার প্রায় কিছুই বোঝা যাচ্ছে না! কিন্তু আলী সাহেবের সুললিত কণ্ঠের পারদ ওঠানামা বুঝিয়ে দিচ্ছে যে এই ভীষণ মন্ত্রোচ্চারণ আসলে দেবতা খোনসুর কাছে আবেদন জানাচ্ছে যে সেই ভয়ঙ্কর শয়তানকে যেন স্বয়ং দেবতা খোনসু ইরার শরীর থেকে অপসারিত করে বিগ্রহে বন্দি করার জন্য।

এদিকে বাইরে প্রচন্ড ঝড় উঠেছে।যে ঝড়ে আলী সাহেবের কন্ঠে প্রায় শোনা যায় না।ইতিমধ্যেই হঠাৎ লক্ষ্য করলাম ইরার চারপাশে কাঁটা বৃত্তাকার দন্ডীটা প্রচন্ড অগ্নি শিখায় দাউ দাউ করে জ্বলতে

শুরু করেছে।এমনকি সেই গণ্ডির ওপরে রাখা নরমুন্ডগুলোও জ্বলতে শুরু করে সে উজ্জ্বল অগ্নিশিখায়। একদিকে আলী সাহেব দেবতা খোনসুর উদ্দেশ্যে প্রচন্ড জোড়ে মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন অন্যদিকে ফাদার সেই গোলাকার দন্ডির চারপাশে অগ্নিকুন্ডের ধার ধরে কি যেন একটা জিনিস বারবার ছিটিয়ে দিচ্ছেন আগুনের মধ্যে যাতে আগুনটা লকলক করে উঠছে প্রত্যেকবার!!!

ওঃ সেই দৃশ্য দেখলে গায়ে কাঁটা দেয়!আমি আর অতিন দাঁড়িয়ে আছি ঘরের এক প্রান্তে।অতিন এর কাজ সবার শেষে।আমরা এখন চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি কি ভাবে চেয়ার এর মধ্যে দড়ি বাঁধা অবস্থায় ছটফট করছে ইরা! ইরা... ইরা...একি ইরাই??? নাকি অন্যকেউ!!! ইরাকে যেন গ্রাস করেছে প্রচন্ড শয়তান...ওঃ কি ভয়ংকর ইরার চোখ গুলো!ওই তো আবার জন্তুটা ডাকছে!! সেই হারহিমকরা ডাক!! জন্তু...না না না ...জন্তু না ইরা! ওই তো ইরা ওর দড়িটা ছিড়ে ফেললো... তারপর মাটির ওপর চারপেয়ে জীবের মতো হামাগুড়ি দিচ্ছে আর বারবার ডেকে উঠছে সেই হাড় হিম করা ডাক... আগুন!!! বৃত্তাকার আগুনের দন্ডীটাই শয়তানটাকে বাইরে আসতে দিচ্ছেনা... খাঁচার মধ্যে আটকা পড়া বাঘের মতোই ফুঁসছে ও!

ঠিক এইসময় আলী সাহেব মন্ত্র পড়া থামালেন।ফাদারও আলী সাহেবের পাশে এসে দাঁড়ালেন। তারপর আলী সাহেব গম্ভীর স্বরে বললেন-"এখন সময় উৎসর্গের।পরম পূজ্য খোনসু এখন উৎসর্গ চান।ইরা যাকে সবথেকে বেশি ভালোবাসে তিনি এগিয়ে আসুন! প্রস্তুত হন উৎসর্গের জন্য!"

কথা শেষহওয়া মাত্রই নাসির এগিয়ে গেল বেদীর দিকে।তারপর নতজানু হয়ে বসল বিগ্রহের সামনে। ইংরেজিতে বলল-" হে পরম পূজ্য দেবতা, আমি প্রস্তুত উৎসর্গ করতে! কি উৎসর্গ করতে হবে বলুন!"

ঠিক সেই সময় মূর্তিটির ভিতর দিয়ে একটি অদ্ভুত শব্দ বের হলো। শব্দটি শুনে মনে হল যেন প্রাচীন কোনো ভাষা। সেটা শোনামাত্রই আলী সাহেবের মুখ কালো হয়ে গেল। তিনি প্রায় কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললেন-" না...না...নাসির নয়! নাসির সে নয় যাকে ইরা সব থেকে বেশি ভালোবাসে! সে অন্য কেউ...সে অন্য কেউ...সেএই ঘরেই আছে! পরমপূজ্য তার কাছ থেকেই উৎসর্গ চায়!!!"

কথাটা শুনে আমাদের মাথায় প্রায় বাজে ভেঙে পড়ল। ইরা যাকে সবথেকে বেশি ভালবাসে সে নাসির নয়? তবে কে? সে এই ঘরেই আছে!!!মানেটা কি এসবের!!! শেষে এসে সবটা যে এভাবে উলটপালট হয়ে যাবে তা যেন আমরা কেউ কল্পনাও করিনি। ঠিক এই সময়ে ফাদার তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন-

-"সব্যসাচী বাবু! আপনি এগিয়ে আসুন নতজানু হয়ে দেবতাখোনসুর সামনে বসুন।আমার মনে হচ্ছে পরম পূজ্য আপনার থেকেই উৎসর্গ চাইছে!"

সব্যসাচীবাবু প্রায় মূর্তির মত কিছুক্ষণ ফাদার এর দিকে চেয়ে রইলেন। উনি যেন বিশ্বাসই করতে পারছেন না যে উনি কি শুনছেন!!! ইরা!ইরা সব থেকে বেশি ভালোবাসে সব্যসাচীবাবুকে,মানে তার বাপিকে!! তা কি করে সম্ভব!!! ইরা তো ওনাকে ঘেন্না করে...ঘেন্না...ঘেন্না!

-"সব্যসাচী বাবু! বেশি দেরি করবেন না হাতে কিন্তু সময় নেই!" ফাদারেরর কথামতো এবার সব্যসাচি বাবু এসে নতজানু হয়ে বসলেন সেই বিগ্রহের সামনে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে পুনরায় ভেসে এলো সেই কন্ঠ।

-'পরম পূজ্য দেবতা খোনসু খুশি হয়েছেন! তিনি সব্যসাচী বাবুর কাছ থেকেই উৎসর্গ চান!"-আলী সাহেবের কন্ঠে আশার আলো।

-"আমার কাছ থেকে!!! আমার কাছ থেকে!!!! ইরা... ইরা... আমার মেয়ে... ও সব থেকে বেশি আমায় ভালবাসে!!! ওর বাপিকে!!! যাকে ও সব সময় ঘেন্না করেছে!!! আমি তো ক্রিমিনাল!!! ক্রিমিনাল!!! আমি সত্যিই সেদিন ওর মাকে বাঁচানোর চেষ্টায় গাফিলতি করেছিলাম.... আমি যদি সেদিন ব্যবসার কাজ ছেড়ে ওর ফোন পাওয়ামাত্র আর একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতাম তাহলে হয়তো ওর মা বেঁচে যেত.... ইরা তাও আমাকেই সব থেকে বেশি ভালোবাসে!!! এই পাষণ্ড স্বার্থপর, দয়ামায়াহীন, অর্থ সর্বস্ব মানুষটাকে ও সব থেকে বেশি ভালোবাসে!!! যে ওর প্রেমিককে পর্যন্ত নির্দ্বিধায় মেরে ফেলতে চেয়েছিল.... হা ঈশ্বর....!"

সব্যসাচী বাবু রীতিমতো কাঁদছেন। ওনার গোঙানির শব্দে স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে বাইরের ঝড়ের আওয়াজ।

-"উৎসর্গ! এখন সময় উৎসর্গের!"- আলী সাহেব আবার বললেন।

-"কি উৎসর্গ করতে হবে বলুন শুধু বলুন!!!অনেক অন্যায় করেছি আমি ইরার সাথে.....আজ ওর জন্য বুক চিরে যদি রক্ত দিতে হয় আমি তাও দেব!!! আপনি শুধু বলুন!!!"

মূর্তির ভেতর থেকে আবার শব্দ হলো।সেটা শুনে আলী সাহেব বললেন-

-"কনিষ্ঠা! বাম হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটি উৎসর্গ করতে হবে দেবতা খোনসুকেকে! আপনি প্রস্তুত হন সব্যসাচী বাবু!এই নিন!"-বলেই আলী সাহেব একটি বিশাল ধারালো ছুরি বাড়িয়ে দিল সব্যসাচী বাবুর দিকে।

ছুরিটা হাতে নিয়ে সব্যসাচী বাবু এক মুহূর্ত ভাবলেন। তারপর প্রায় ঝড়ের বেগে সে টি চালিয়ে দিলেন বাঁ হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুলটির উপর! কি ভয়াবহ সেই দৃশ্য!!! ওনার হাত দিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত উঠছে...অথচ ওনার মুখে যন্ত্রণার কোনো চিহ্ন নেই!! একটা প্রশান্তি...অদ্ভুত একটা প্রশান্তি ওনার মুখে বিরাজমান!

-"নাও এবার অতিন শুরু করো!"- ঠিক সেই মুহুর্তে আমরা ফাদারের কন্ঠস্বর শুনলাম এবং দেখলাম ইরা ঠিক তৎক্ষণাৎ অচেতন হয়ে পড়ে গেল আর খোনসুর বিগ্রহটি হঠাৎই অদ্ভুত ভাবে কাঁপতে শুরু করলো। আর ঠিক সেই মুহূর্তে প্রায় ঝড়ের গতিতে অতীন বলতে শুরু করল সেই জিভে জট-"রণে রানী লড়ে,লনে নারী নড়ে!"

ঠিক পনেরো মিনিট...ঠিক পনেরো মিনিট এক নাগাড়ে বলে যাবার পর মূর্তিটির কম্পন থেমে গেল। ফাদার হাত দেখিয়ে অতিনকে থামতে বললেন। তারপর সেই বিগ্রহের সামনে গিয়ে নতজানু হয়ে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করলেন মূর্তিটির কোন কম্পন হচ্ছে কি না। যখন একেবারে নিশ্চিত হলেন যে মূর্তিটি স্থির হয়ে গেছে তখন সকলের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন-"পরম

পূজ্য দেবতা খোনসু খুশি হয়েছেন!সেই শয়তান এখন বিগ্রহে বন্দি!!! আমাদের কাজ শেষ!!!"

(১৫)

■"রাগ ভাঙাবার একটাই মাত্র জাদু আছে...আর তার নাম ভালোবাসা!"

দেখতে দেখতে একটাদিন কেটে গেছে।ইরা এখন পুরোপুরি সুস্থ।কোনো অস্বাভাবিকতা নেই, কোনো অসংলগ্নতা নেই,প্রাণোচ্ছল হাসি খুশি আনন্দময়ী এক যুবতী এখন ইরা।সব্যসাচীবাবুও এখন ঠিক আছেন। সেদিনকে অনেকটা রক্ত ক্ষয় হয়ে গেলেও উনি পরের দিনের মধ্যেই খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠেছেন।সেদিনের ঘটনার পরেই অবশ্য ইরার সঙ্গে ওর বাবার দীর্ঘদিনের মনোমালিন্য মিটে গেছে।সেই ঘটনার পর বাপ মেয়েতে একে-অপরকে অনেক দোষারোপ করে শেষে দুজনেই দুজনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন এবং পরস্পর প্রতিজ্ঞা করেছে আর কোনরকম দূরত্ব কখনো ওনারা ওনাদের ওদের মাঝখানে আসতে দেবেন না।

এদিকে সব্যসাচীবাবুর ঠ্যাঙ্গারে গুন্ডা নাসিরকে আবার মারতে পারে এই ভয়ে ওর সঙ্গে প্রায় আড়াই মাস যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেছিল ইরা।সেই মান অভিমানপালাও মিটে গেছে

যথারীতি।নাসিরকে নিয়ে এখন সব্যসাচিবাবুর কোনো আপত্তি নেই।তার মেয়ে যেটাতে খুশি উনিও এখন সেটাতেই খুশি!

এখনো একটা মান-অভিমানের পালা অবশ্য বাকি আছে-শিলা ও অতিন এর।শিলার এখনো জ্ঞান ফেরেনি যদিও নিঃশ্বাস চলছে ঠিকঠাক। ডাক্তার দেখে বলে গেছেন মিরাকল না হলে এমনটা হওয়া সম্ভব না! শিলা নাকি এক রাতে প্রায় মৃত্যুর মুখ থেকে জীবনের স্রোতে ফিরে এসেছে আবার!ওর নিঃশ্বাস এখন স্বাভাবিক। জ্ঞান ফেরা শুধু সময়ের অপেক্ষা।

ঘরেই এখন আমরা সবাই।অতিন শিলারর হাত ধরে প্রায় কাতর কণ্ঠে এখন বলছে-" শীলা উঠে পড় প্লিজ। এই আমি কথা দিলাম আর কখনো তোর সাথে ঝগড়া করব না। আর কখনো তোর উপর রাগ করবো না। তুই যত খুশি রুদ্রর সাথে লুকিয়ে লুকিয়ে কথা বল... তুই যা খুশি কর।আমি কিছু বলবো না! প্র্মিস তুই শুধু চোখ খোল!"

-"সত্যি আর আমার সঙ্গে ঝগড়া করবিনা তো?প্রমিস?"-আমাদের সবাইকে অবাক করে দিয়ে বিছানায় প্রায় লাফিয়ে উঠে বসে শিলা। তারপর অতিনের দিকে তাকিয়ে বলে-"আমি মোটেই রুদ্রর সাথে লুকিয়ে কথা বলিনি। প্রকাশ্যে রাস্তায় কথা বলেছি।কেউ কথা বলতে এলে এড়িয়ে যাব নাকি? আর তোর যদি আমার ওপর বিশ্বাস না থাকে আমি কি করব?আমি তো কখনো তোকে সন্দেহ করি না!"

-"ভাই অতিন এইবেলা তোমার দোষ স্বীকার করে নাও! আর এই ঝগড়া নেওয়া যাচ্ছে না।"- হাসতে হাসতেই বলল পূরবী।

-"আচ্ছা ঠিক আছে, আমার দোষ আমি স্বীকার করে নিলাম সব।"- অতীন বলল।

-"না দোষ খানিকটা আমারও আছে! আমিও তোকে না বুঝিয়ে ঝগড়া করেছি,অভিমান করেছি।সেটা না করে তোকে বোঝাতে চাইলে হয়তো ঝামেলাটা মিটে যেত।"- শিলার কণ্ঠেও নরম সুর।

-"আচ্ছা যা হওয়ার হয়ে গেছে। আর কখনো ঝগড়া করবি না প্রমিস!"

-"প্রমিস... প্রমিস... প্রমিস!"-শিলার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে উপস্থিত আমাদের সকলের মুখও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ওদের দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফাদার বললেন

-"বুঝলে মাস্টারমশাই!আমরা সকলেই যে যতই ধনী বা অহংকারী হই না কেন এই পৃথিবীতে আমাদের প্রত্যেকের জন্যই এমন কেউ না কেউ আছে যার কাছে আমরা সবাই নিঃস্ব,সবাই দেউলিয়া! তার কাছে দুহাত ভরে প্রেম ভিক্ষা করা ছাড়া কিন্তু আর কোন উপায় নেই!"

-"সন্ন্যাস নেওয়ার আগে আপনারও সেরকম কেউ ছিল নাকি?"

আমার প্রশ্নটা শুনে ফাদার এর মুখে একটা অদ্ভুত বিষাদ খেলে গেল। স্মিত হেসে তিনি বললেন-" অতীত বড় যন্ত্রণাদায়ক মাস্টারমশাই! অতীত বড় যন্ত্রণাদায়ক!যাইহোক সময় তো অনেক আছে। আস্তে আস্তে সব বলব... কি যেন বলে...হ্যাঁ ক্রমশ প্রকাশ্য!"

(১৬)

■উপসংহার-"হে অনন্ত রহস্যের জন্মভূমি মিশর! বিদায়!"

কায়রোর থেকে প্লেন ছাড়লো যখন তখন ঠিক বেলা একটা। সব্যসাচীবাবু, নাসির,ইরা,আলী সাহেব প্রায় সবাই এসেছিলেন আমাদের শেষ বিদায় জানাতে। সব্যসাচী বাবু ফাদারকে তার কাজের জন্য একটা বড় রকমের অর্থ পারিশ্রমিক হিসেবে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ফাদার তা নেননি। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন এ কাজের জন্য তিনি কোন অর্থ নিতে পারবেন না। বরং আমরা যে মিশরে এসেছি, থেকেছি, ঘুরেছি এর জন্য যে অর্থ খরচ হয়েছে সেটাকেই উনি নিজের পারিশ্রমিক হিসেবে ধরেছে নিচ্ছেন।

তবে একেবারেই যে আমরা খালি হাতে দেশে ফিরছি তা কিন্তু নয়।ফেরার সময় ফাদার সব্যসাচী বাবুর কাছ থেকে বিগ্রহটি চেয়ে নিয়েছেন। ওনার মতে একমাত্র ওনার কাছেই এই বিগ্রহটি সবথেকে বেশি সুরক্ষিত থাকবে।আমাদের সবাইকেই বেরোবার আগে সব্যসাচীবাবু কিছু কিছু উপহার দিয়েছেন। এই যেমন ছোট সর্দার কে একটি শ্যাবটি পুতুল যে পুতুল যা উনি আগে পছন্দ করেছিলেন।সেই পুতুলটি নেওয়ার সময় একটা অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে ছোটো সর্দার বলেছিলেন -"ইয়ে মানে এটা আবার অভিশপ্ত নয় তো?"

সে কথা শুনে আমরা সকলেই বেজায় এসেছি। আমাকে আর পূরবী কে সব্যসাচীবাবু উপহার দিয়েছেন একটি অসম্ভব সুন্দর নীল

পাথর যাকে বলে লাপিস লাজুলি!এই পাথর নাকি হিরের চেয়েও দামি!অতিন ও শিলাকে উনি উপহার দিয়েছেন ওনার কালেকশনে থাকা দেবতা আনুবিসের অপূর্ব সুন্দর দুটি মূর্তি।আর ফাদারকে উপহার দিয়েছেন সম্পূর্ণ সোনা দিয়ে তৈরি প্রাচীন মিশরীয় দেবতা "রা" এর অপূর্ব সুন্দর একটি বিগ্রহ। তবে শিলা ও পূরবী আরও একটা করে উপহার পেয়েছে ইরার কাছ থেকে।শিলা পেয়েছে এক ধরনের মন্ত্রপূতঃ সবুজ পাথরের লকেট, যার রং নাকি আপনা আপনি লাল হয়ে যায় যখন সেই লকেটটা যে পড়ে আছে তার উপর কেউ রাগ করে! এটা যে কাজ করে তার নমুনা অবশ্য আমরা পেয়েছি। অন্যদিকে ইরা পুরবীকে দিয়েছে একটা মন্ত্রপূতঃ কানের দুল। সেটা নাকি সামনে কোনো বিপদ থাকলে আপনা থেকেই খুলে পড়ে যায় বিপদের ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য এবং যতক্ষণ না বিপদ কাটছে সেই দুলটি আর কানে পড়া যায় না! এইটা অবশ্য পরীক্ষা করা হয়নি তবে ভবিষ্যতে এর গুনবিচারও হয়ে যাবে সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত!

আপাতত বিমানের সকলে আবারো মেতে উঠেছে সেই টাং টুইটার ওরফে জিভে জট নিয়ে। ফাদার এবং শিলাও এবারে বাদ নেই। সবাই মিলেই যাকে বলে জিভে জটগুলোর একেক করে জট ছাড়াচ্ছেন মহানন্দে। শুধু আমি একটু ভাবুক হয়ে পড়েছি আর মাঝে মাঝে উইন্ডো সিট এর কাচ দিয়ে দেখছি আস্তে আস্তে মেঘের বুকে কেমন মিলিয়ে যাচ্ছে মিশর! মিশর... সেই আমার স্বপ্নের দেশ মিশর... ছোটবেলার হাজারও রোমান্টিসিজমের দেশ মিশর.... মমি, পিরামিড আর হায়রোগ্লিফের দেশ মিশর!!হে মিশর,হে অনন্ত রহস্যের জন্মভূমি মিশর!আবার দেখা হবে কিনা জানিনা তবে এই

শেষ বিদায় লগ্নে আমার প্রণাম নিও...আমার প্রনসম নিও আর আজীবন এভাবেই বাঙালির ছোটবেলাকে ভরিয়ে রেখো তোমার অনন্ত রহস্যের রোমান্টিসিজমে।

(সমাপ্ত)